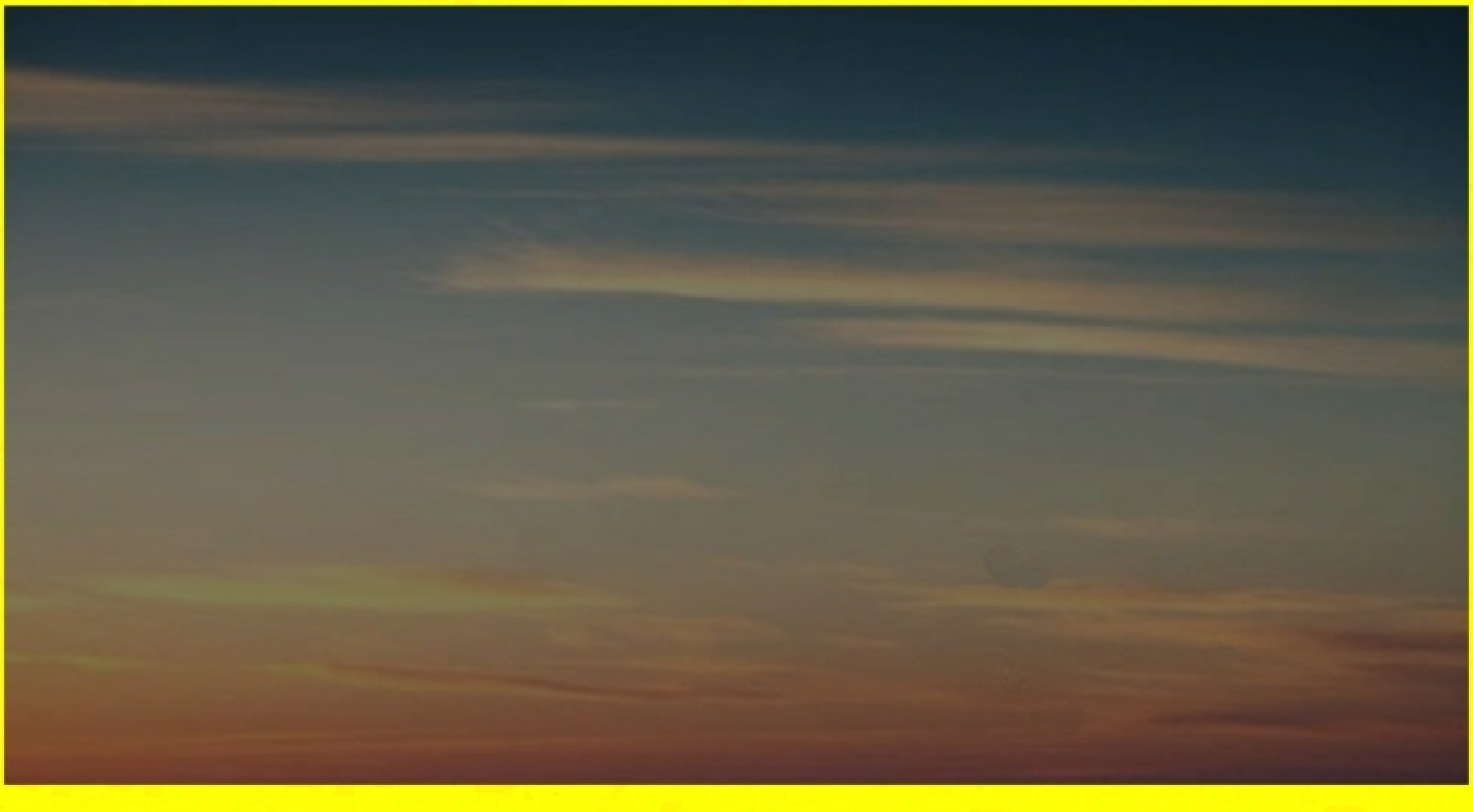
ফজরের নামাযের সময়

ও

সাহরীর সময়



মোহাম্মদ মঈদুল ইসলাম

ফজরের নামাজের সময়

ও

সাহরীর সময়

প্রণেতাঃ-

মোহাম্মদ মঈদুল ইসলাম

(বি এ অনার্স)

উৎসর্গ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সকল বড় বড় আকাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুমগন এবং বিশেষ করে আলা হযরত, ইমামে ইশক মোহাব্বত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে বেরেলবী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং চার তরিকাঃ- কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া (মোজাদ্দেদিয়া) ও সোহরবর্দীয়া সমস্ত বুজুর্গানে দ্বীনের পাক রুহে এবং আমার আত্নীয় স্বজনের মধ্যে যারা এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন তাদের রূহে যেন মহান আল্লাহ পাক এর সওয়াব পোঁছেদেন।

আমিন বিজাহি সাইয়্যেদুল মুরসালিন

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

অধম-

মোহাম্মদ মঈদুল ইসলাম

উরার ভূই।

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম।

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মাবাদ।

ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। এমন কোনো সমস্যা নেই যা ইসলাম দিতে পারেনি। কিন্তু আজ দুঃখের সঙ্গে কলম ধরতে হচ্ছে, একশ্রেণীর মুসলমান বুঝে কিংবা না বুঝে স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদ সরলপ্রাণ মুসলমানদের অন্তরে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে মারাত্মক ফিতনা সৃষ্টির পাঁয়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। কথায় কথায় এটা হারাম, এটা নাজায়েজ, এটা বিদ'আত ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে বৈধ ও জায়েজ কাজ গুলোকে বিতর্কিত করে তুলছে। কিন্তু তারা যে কত বড় নাজায়েজ ও গুনাহের কাজে লিপ্ত হচ্ছে সেদিকে তাদের খেয়াল নেই। যেমন - সুবহে সাদিকের বহুপূর্বে আযান দিয়ে নামাজ পড়া ও সাহরীর সময় শেষ বলে দেওয়া ইত্যাদি। আমি ২০১৭ ইং পবিত্র মাহে রমজানে যখন তারাবীহের নামায পড়ার জন্য যাই, তখন মাস্টার মনির উদ্দিন আহমেদ সাহেব (মৌলভী) -এ বিষয়ে দলিল ভিত্তিক একটি কিতাব লিখার জন্য পরামর্শ দেন। এরপর আমি এই কিতাবটি লেখার জন্য কলম হাতে তুলে নেই।

আশা করি মহান আল্লাহ পাক যদি হেদায়েত নসিবে রাখেন, তাহলে বর্ণিত বিষয় গুলো নিয়ে কোনো মতপার্থক্য সৃষ্টি না করে সকলে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে কিতাবটি পড়বেন। তাহলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল। এবং সঠিক যেটা, সেটার উপর আমল করার চেষ্টা করবেন।

আমার মুসলমান ভাইদের প্রতি অনুরোধ। যদি কারো নজরে কোনো ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে তাহলে অবশ্যই জানাবেন। ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে সংশোধন করার চেষ্টা করবো।

মোহাম্মদ মঈদুল ইসলাম

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুলিল্লাহ, সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি। যে তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনার প্রিয় হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উসিলায়। এরপর কুল কাইনাতের প্রথম সৃষ্টি নূরে খোদা, যিনি আমার প্রানের থেকেও নিকটে। তিনার ওপর আদবের সহিত দরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি। এরপর সমস্ত আওলিয়ায়ে কেরামের কাছে বিশেষ করে চতুর্দশ হিজরির মহান মুজাদ্দেদ, সুন্নীদের নেতা, আলা হজরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে। যার উসিলায় এই অধম গুনাহগার সত্যের সন্ধান পেয়েছে ও নিজের ঈমানকে মজবুত করতে পেরেছে। এরপর মাস্টার মনির উদ্দিন আহমেদ সাহেবের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ, যে তিনিই আমাকে এই কিতাবটি লেখার জন্য অনুপ্রেরণা দেন। এরপর এই কিতাবটি লেখার জন্য ফোনের ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশেষ ভাবে সহায় সহযোগিতা করেছেনঃ- বাংলার সর্ববৃহৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওয়েব সাইট YANABI.IN এর প্রতিষ্ঠাপক ও আলেমে দ্বীন ডঃ মোহাম্মদ রাজা কাদরী (মাঃজিঃ আঃ), মুফতি আলিমুদ্দিন রেজভী (মাঃজিঃআঃ), মুফতি আব্দুল আযীয কালিমী (মাঃজিঃ আঃ), হাফেজ ক্বারী মাওলানা জিয়াউল মোস্তফা নুরী রেজবী (মাঃজিঃআঃ) ইত্যাদি আলেমে দ্বীনের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

ইয়া আল্লাহ, আলোচিত সমস্ত ব্যক্তিদের উপর এবং আমার ও আমার আহলে আওলাদের উপর আপনার হাবিবের উসিলায় খাস রহমত বর্ষিত করুন আমিন বি জাহি সাইয়্যেদিল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

অভিমত

আযীযে মিল্লাত

শাইখুল হাদিস মুফতি মুহাম্মদ আব্দুল আযীয কালিমী (মাঃজিঃআঃ)

শিক্ষকঃ- মাদ্রাসা গাউসিয়া ফাসিহীয়া মাদিনাতুল উলুম

খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু আসসালামু আলা সাইয়্যেদুল মুরসালিন অ আলা আলেহী অ সাহবিহী আজমাঈন।

দ্বীন ও ধর্মের ব্যথায় ব্যথিত সহীহ সুন্নী আকিদা বলম্বী তাসাউফ ও তরিকতপন্থী মাসলাকে আলা হযরত এর প্রচার ও প্রসারকারী জনাব- "মোহাম্মদ মঈদুল ইসলাম সাহেব" (আসাম); একটা বাতিল মতের প্রভাব ও প্রসার অনুভব করতে পেরে তার খন্ডনে কলম ধরেন এবং সে নিজ মোদ্দা অকট্ট দলিল দ্বারা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। তিনি সেই লেখনীর নামকরণ করেনঃ- "ফজরের নামাজের সময় ও সাহরীর সময়"। পুস্তকের নামকরণ থেকেই পাঠক মহলের কাছে সূর্যের ন্যায় প্রকাশে যে, পুস্তক খানা কি বিষয় লিপিবদ্ধ।

আলহামদুলিল্লাহ,উক্ত পুস্তক খানা পরিপূর্ণ রূপে না হলেও আমার মোটামুটি দেখার সুযোগ হয়েছে। যা দেখে আমি অতিরিক্ত আনন্দিত এবং এমনটা অনুভব করলাম যে যদি কোন ব্যক্তি নিরপেক্ষতা বজায় রেখে অন্তত এই পুস্তক খানা শুধু মাত্র একবার পাঠ করে তো ইনশা আল্লাহ, উক্ত বিষয়টি তার নিকট প্রকাশ হয়ে যাবে এবং তার পক্ষে মত ব্যক্ত করতে বাধ্য হবে। অতঃপর আল্লাহ রহমান ও রহিমের নিকট লেখকের বয়সে, লেখনীতে এবং ধর্মীয় খেদমতে রহমত বরকতের প্রার্থনা করি, ততসহ উক্ত পুস্তক খানার ব্যাপক হারে প্রচার ও প্রসারের কামনা করছি।

ইতি-

মুহাম্মদ আব্দুল আযীয কালিমী
মোবাইলঃ-৯৭৩৪১৩৫৩৬২
মানিকচক, মালদা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭

খ

অভিমত

(H.Q.M)

হাফেজ ক্বারী মাওলানা জিয়াউল মুস্তাফা নুরী রেজবী (মাঃজিঃআঃ)

শিক্ষকঃ-জামিয়া নুরিয়া মুস্তাফাবিয়া মাদ্রাসা

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

বর্তমান সময়ে মানুষ, সাধারণ থেকে সাধারণ যারা, তাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে কিছু বাতিল ফির্কার উলামায়ে কেরামের নেতৃত্বে। যার কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেম-উলামারা বুঝিয়ে জলসাতে, মিলাদ মাহফিলে বুঝানোর পরও এ চক্রান্ত থেকে বাঁচানো যাচ্ছে না। যা বর্তমানে একটি গাইড বুক হিসেবে এরকম একটি বইয়ের দরকার ছিল। যে বইটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে অতি সাধনা করে জনাব মোহাম্মদ মঈদুল ইসলাম আমার স্নেহাশিস, যোগ্যতম একজন ব্যক্তি। সে দিন-রাতের আরামকে হারাম করে এই অক্লান্ত পরিশ্রমের একটি ছোট্ট দ্বীনি খেদমতের উদ্দেশ্যে মাসলাকে আলা হযরতের গুলাম হয়ে, ইমাম আহমদ রেজা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহির আশিকে আলা হযরত হয়ে, এই বইটি সকলের মাঝে উপহার দিচ্ছে। তাই সকলের কাছে অনুরোধ এই বইটি সকলেই ঘরে রাখবেন এবং নিজে পড়বেন ও অপরকেও পড়াবেন। কারণে এ বইয়ে যে সমস্ত কথাবার্তা আলোচনা করা হয়েছে, তা নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্ব বিখ্যাত এবং এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন বিখ্যাত কিতাব থেকে তার হাওয়ালা পেশ করা হয়েছে। এই কিতাবে কোনো জাল-জোচ্চুরি এবং কোনো দুনম্বরি কথাবার্তা নেই বলে আমি মনে করি। আমি যথারীতি ভাবে আমার জ্ঞান মোতাবেক বইটি পড়ে দেখলাম। সত্যি খুব অমূল্য নজরানা হিসাবে সুন্নী জগতের জন্য এবং বিশেষ করে আসাম রাজ্যের জন্য এটি একটি খুবি দামি বই। সকলের কাছে রাখা দরকার বলে আমি মনে করছি এবং খুব ভাল হয়েছে। সকলেই এই বইটি রাখবেন দ্বীনের খিদমত এবং বিভ্রান্তি থেকে বাচার উদ্দেশ্যে এই বইটি সকলে পড়বেন এবং নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে বিচার করবেন।

পরিশেষে লেখকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল ও বইটির বহুল প্রচারের কামনা করছি মহান আল্লাহ পাকের দরবারে।

ইতি-

মুহাম্মদ জিয়াউল মুস্তফা নুরী রেজবী

মোবাইলঃ-৯৭৩৪৮৭০০৯১

সারগদ্বিঘী, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৭

অভিমত

মাওলানা, কারী, মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন রেযবী (মাঃজিঃআঃ)
প্রধান শিক্ষকঃ- মাদ্রাসা খাজা গরিব নাওয়াজ মাসলাকে আলা হযরত তালগ্রাম, ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু আসসালামু আলা সাইয়্যেদুল মুরসালিন অ আলা আলিহী অ আসহাবিহী আজমাঈন।

বাতিল ফিরক্কার বই, ইন্টারনেটে কিছু অবাস্তব মাসআলা ও ওয়াজ দেখে কিছু সুন্নী মুসলমান ধিরে ধিরে ইসলাম ধর্মের সঠিক পথ থেকে সরে যাচ্ছে, সেই ব্যথায় ব্যথিত হয়ে আশিকে আলা হযরত, মাসলাকে আলা হযরতের প্রচার ও প্রসার কারী, জনাব মোহাম্মদ মঈদুল ইসলাম সাহেব আসাম, অক্লান্ত পরিশ্রম করে সুন্নী মুসলমানদের কাছে সত্যটা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, এবং একটি বই তিনি লিখে ফেলেছেন সময়ের অভাবে পুরো কিতাবটি না পড়লেও কিছু কিছু পড়ে দেখেছি, মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত একটি কিতাব, সমস্ত সুন্নী মুসলমানদের কাছে আমার আবেদন- আপনারা এই বইটি বেশি বেশি করে পড়ুন।

ইতি-

মোহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন রেযবী
মোবাইলঃ-৮১৪৫৫৭৭৪৫৩
বাদালনগর, সাগরদ্বিঘী, মুর্শিদাবাদ,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

ঘ

এ কিতাব সম্পর্কে কিছু বিশেষ কথা

এ কিতাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছেঃ-

১/ এ কিতাবের প্রথমে দলিল স্বরূপ কিতাবের নাম ও প্রকাশনীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সরলপ্রাণ মুসলমানরা যদি যাচাই করতে চায় তাহলে করতে পারে এবং বাতিল ফিরকাদের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারতে পারে।

২/দলীলসমূহ কুরআন, তাফসীর, হাদিস এবং ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে দেয়া হয়েছে। দলিলসমূহে কিতাবের খন্ড নম্বর, পৃষ্ঠা নম্বর এবং হাদিস নম্বর দেয়া হয়েছে।

৩/ কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা দলিল গুলোর মাঝে খুব কমসংখ্যক দলিল সহজে পাওয়া কিছু কিতাব থেকেও দেওয়া হয়েছে। কারণ সাধারণ মুসলমানরা যাতে সে কিতাবগুলো দেখেন এবং পরীক্ষা করে সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারে।

৪/এ কিতাবে দেওবন্দী ও ওহাবিদের লিখিত এবং প্রকাশিত কিতাব থেকেও দলিল দেওয়া হয়েছে। কারন তারাই বর্তমানে সুবহে সাদিকের এক ঘন্টা পূর্বে সাহরির সময় শেষ বলে এবংআজান দিয়ে নামাজ পড়ে নেয়(মাহে রমজানে)।সেটা কুরআন হাদিস এবং ফিকাহ্ বিরোধী এবং নাজায়েজ ও হারাম। আর আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের লোক গুলো এরকম করেন না।

৫/এ কিতাবে দলিল স্বরূপ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের যে কিতাবগুলো থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা হলো- কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে ইবনে কাসীর এবং তফসীরে জালালাইন শরীফ ইত্যাদি (তাফসীর) সিহা সিত্তার ছয়টি হাদিসের কিতাব, মুয়াত্তা ইমাম মালিক, মুসনাদে আহমদ, তাবারী শরীফ, রিয়াদুস সালেহীন, বুলুগুল মারাম, আল-লুলু ওয়াল মারজান, আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ শরীফ ইত্যাদি(হাদীস)। আদিল্লাতুল হানাফিয়্যা, আনওয়ারুদ দিয়া-রা শরহে বেকায়া, আল হিদায়া, জাআল হক, আনোওয়ার শরীয়াত, বাহারে শরীয়াত,কানু-নের শরীয়ত, সুন্নী তোহফা ইত্যাদি(ফিকাহ্)।

৬/দেওবন্দী ও ওয়াহাবিদের যে কিতাবগুলো থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে তা হলো- তাফসী-রে আহসানুল বায়ান, তাফসীরে ফী যিলযিল কোরআন। তাহক্বীক মিশকাতুল মাসাবিহ, দরসে তিরমিজি শরহে তিরমিজি। আশরাফুল হিদায়া, ইসলামী ফিকাহ।

ঙ

সহায়ক গ্রন্থপুঞ্জি ও প্রকাশনীর নামঃ-

১/ পবিত্র কোরআন শরীফ।

২/ কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান-চিশতিয়া মার্কাজ, ভারত।

৩/ তাফসীরে তাবারী-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

৪/ তাফসীরে জালালাইন-ইসলামীয়া কুতুবখানা, বাংলাদেশ।

৫/ তাফসীরে ইবনে কাসীর-হুসাইন আল মাদানী, বাংলদেশ।

৬/ তাফসীরে মাযহারী-হাকিমাবাদ খানকাহ মুজাদ্দেদিয়া, বাংলাদেশ।

৭/ তাফসীরে আহসানুল বায়ান-ইসলামীক সেন্টার, বাংলাদেশ।

৮/ তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

৯/ তাফসীর ফী যিলযিল কোরআন-আল কোরআন একাডেমি, বাংলাদেশ।

১০/ মুসনাদে আহমদ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১১/ মুয়াত্তা ইমাম মালিক-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১২/ বোখারী শরীফ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১৩/ মুসলিম শরীফ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১৪/ তিরমিজি শরীফ- হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, বাংলদেশ।

১৫/ আবু দাউদ শরীফ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১৬/ ইবনে মাজাহ শরীফ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১৭/ নাসাঈ শরীফ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১৮/ তাহাবী শরীফ-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

১৯/ রিয়াদুস স্বালেহীন-তাওহীদ পাবলিকেশন, বাংলদেশ।

২০/ বুলুগুল মারাম-তাওহীদ পাবলিকেশন, বাংলদেশ।

২১/ আল লু'লু ওয়াল মারজান-তাওহীদ পাবলিকেশন, বাংলদেশ।

২২/ আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ-ইসলামীয়া কুতুবখানা, বাংলদেশ।

২৩/ মিশকাত শরীফ - সোলেমানিয়া বুক হাউস, বাংলাদেশ।

চ

২৪/ আল মিসবাহুন নুরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী-ইসলামিয়া কুতুবখানা।

২৫/ আল ফিকহুল মুয়াসসার-বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন, বাংলাদেশ।

২৬/ এহইয়াউ উলুমিদ্দীন-মদিনা পাবলিকেশন, বাংলাদেশ।

২৭/ মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ-ইমাম আহমদ রেজা রিসার্চ একাডেমি, বাংলাদেশ।

২৮/ তাসহীলুল হাকায়িক ও কানযুদ দাকায়িক-নাদিয়াতুল কোরআন প্রকাশনী।

২৯/ জান্নাতী জেওর-সাঈদ বুক ডিপো, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৩০/ মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ-আহসান পাবলিকেশন, বাংলাদেশ।

৩১/ আহকামুল হাদীস-রিয়াদ প্রকাশনী, বাংলাদেশ।

৩২/ আলফিয়্যাতুল হাদীস-বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন।

৩৩/ মুসনাদে ইমাম আযম-রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৩৪/ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

৩৫/ দরসে তিরমিজি শরহে তিরমিজি-আনোয়ার লাইব্রেরী, বাংলদেশ।

৩৬/ আওনুল মাহমুদ শরহে আবু দাউদ-আল মাহমুদ প্রকাশনী, বাংলদেশ।

৩৭/ তাহক্বীক মিশকাতুল মাসাবিহ-হাদিস একাডেমি, বাংলদেশ।

৩৮/ আনওয়ারুদ দিয়ারা শরহে বেকায়া-ইসলামীয়া কুতুবখানা, বাংলদেশ।

৩৯/ আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ-নিউ মাদানিয়া কুতুবখানা, বাংলদেশ।

৪০/ আল হিদায়া-ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

৪১/ জাআল হক-মোহাম্মদী কুতুবখানা, বাংলদেশ।

৪২/ বাহারে শরীয়ত- মুসলিম বুক ডিপো, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

ছ

৪৩/ আনওয়ারে শরীয়ত-সাঈদ বুক ডিপো, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৪৪/ কানুনে শরীয়ত-কালিমীয়া বুক ডিপো, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৪৫/ সুন্নী তোহফা-রেজবী একাডেমি, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৪৬/ ফিকাহে মুহাম্মদী-নাজ বুক ডিপো, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৪৭/ বাহরুল ওলুম-গাউসিয়া লাইব্রেরী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

৪৮/ আশরাফুল হিদায়া-ইসলামীয়া কুতুবখানা, বাংলদেশ।

৪৯/ ইসলামী ফিকাহ-আল আহসা ইসলামীক সেন্টার, বাংলদেশ।

৫০/ তাফসীরে ইবনে আব্বাস-ইসলামীক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

*** "তাফসীরে ইবনে আব্বাস" নামক তাফসীরটি বিখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু লিখেছেন। তিনি আমার রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাতো ভাই ছিলেন। হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর ছেলে।

অধ্যায় - ১

পবিত্র কোরআন শরীফে নামাজের সময়

পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক নামাজের সময় সম্পর্কে এরশাদ করেন-

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا ـ

অর্থাৎঃ- নিশ্চয় নামায ঈমানদারগণের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত করা হয়েছে।

(সূরা নিসা- ১০৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় "কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান"এর পৃষ্ঠা নম্বর ১৮৭ এর মধ্যে উল্লেখ আছে-" এগুলোর(নামাজের ওয়াক্ত) সময় প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য।এর-পর দেখুন আমাদের সকলের সুপরিচিত তাফসীরে জালালাইন শরীফ এর প্রথম খন্ডের পৃষ্ঠা নম্বর ৮৮৫ এর মধ্যে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা রয়েছে-

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَكْتُوْبًا اَىْ مَفْرُوْضًا مَوْقُوْتًا مُقَدَّرًا وَقْتُهَا فَلَا تُؤَخَّرُ عَنْهُ ـ

অর্থাৎঃ-"নিশ্চয় সালাত ঈমানদারদের উপর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে অর্থাৎ ফরজ করা হয়েছে নির্ধারিত সময়ের ভিত্তিতে। অর্থাৎ তাঁর সময় সুনির্ধারিত সুতরাং ওই সময় হতে তাকে উঠিয়ে নেওয়া যাবে না।"

এই তাফসীরে জালালাইন শরীফের কথা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নামাযের যেটা সুনির্ধারিত সময় তা হতে পিছিয়ে নেওয়া যাবে না। বরং আজানো সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তবে নামাজের সেই নির্ধারিত সময়ে পড়তে পারা যাবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইন শরীফের ৮৮৬ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ রয়েছেঃ-

অর্থাৎঃ- "নিশ্চয় নামাজ তার সুনির্দিষ্ট ওয়াক্তেই ফরজ। সফরে, ভয়-ভীতি কালে ও শান্ত অবস্থায় সর্বদাই সেই নির্দিষ্ট সময়ে (নামাজ) আদায় করতে হবে। ইচ্ছামতো আদায় করা যাবে না। অথবা এর অর্থ আল্লাহ তায়ালা সালাত সম্পর্কে পূর্ণ নীতিমালা স্থির করে দিয়েছেন। মুকীম অবস্থায় কিভাবে আদায় করতে হবে সফরে কিভাবে এবং ভয়-ভীতি কালে তার পদ্ধতি কি হবে এবং শান্ত অবস্থায় কি? সবই ঠিক করে দিয়েছেন। কাজেই সর্বাবস্থায় সেই নীতির অনুসরণ করতে হবে।"

আমাদের চাইতে নিশ্চয় পুর্বের ইমামগন ও মুহাদ্দিসগন কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। তাই তিনাদের কথা মেনে সঠিক পথ বেছে নিয়ে সঠিক আমল করা আমাদের কর্তব্য। এর বাইরে যদি আমরা নিজের মতে অর্থাৎ কোরআন, হাদিস, ইজমা ও

ক্বিয়াসের অনুসরণ না করি তবে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। যেমন- কুরআন পাকের মধ্যে ইমাম ও মুজতাহিদগণের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। তাফসীরে জালালাইন থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সারা বছর যে সময়ে আযান দেওয়া হতো এবং নামাজ পড়া হতো পবিত্র মাহে রমজানেও ঠিক একই সময়ে আযান দিতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে নামাজ পড়তে হবে। নিজেদের ইচ্ছামত ওয়াক্ত আসার আগে নামাজ পড়লে নামাজ হবে না। আর এটা চারো মাযহাবের কোন মাযহাব মতেই জায়েজ নেই।

তাফসীরে মাযহারী তৃতীয় খন্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠায় কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি রহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেনঃ- "এ কথার (আয়াতের) অর্থ- নির্ধারিত সময়ে নামাজ কায়েম (পড়া) করা অত্যাবশ্যক।"

তিনি আরো বলেনঃ- "সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের নামাজের সময়।"

এর বাহিরেও তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে ফি যিলালিল কোরআন ইত্যাদি তাফসীরের কিতাব গুলোতে একই কথা বলা হয়েছে।

অধ্যায় - ২

হাদিস শরিফে ফজরের নামাজের সময়

হাদীস নম্বরঃ-১

মুসলিম শরীফে দ্বিতীয় খন্ড, হাদীস নং-১২৬৫, ১২৬৬, এবং ১২৬৭,(একই হাদীস এসেছে ভিন্ন রাবী থেকে) তিরমিজি শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-১৫২, ইবনে মাযাহ শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৬৬৭, বুলুগুল মারাম হাদিস নং-১৫২, মুসনাদে আহমদ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৯৯, তাবারী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৮২৯,তাহক্বীক মিশকাতুল মাসাবীহ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৫৮২, নাসাঈ শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৫২০, মিশকাত শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-৫৩৫, তাফসীরে মাযহারী তৃতীয় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, ইসলামী ফিকাহ প্রথম খন্ড, ৯১৮ পৃষ্ঠা এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছেঃ-

أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى- اَلْمَعْنٰى وَاحِدٌ-، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ : «أَقِمْ مَعَنَا- إِنْ شَاءَ اللّٰهُ- »، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَقَامَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْمَغْرِبِ حِيْنَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ، فَأَقَامَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ، فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالظُّهْرِ، فَأَبْرَدَ، وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْعَصْرِ، فَأَقَامَ، وَالشَّمْسُ آخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَا كَانَتْ، ثُمَّ أَمَرَهُ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ إِلٰى قُبَيْلِ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، ثُمَّ

أَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ، فَأَقَامَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ : «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ؟»، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ: «مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةِ كَمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ». صحيح :

হযরত আহমাদ ইবনে মানী(রঃ)........বুরাইদা(রাঃ) হতে তার পিতার সুত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তিনাকে নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা চান তো তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নির্দেশ দিলেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি ভোর (সুবহে সাদিক) উদয় হলে ফজরের নামাজের ইকামত দিলেন।তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার নির্দেশ দিলেন এবং সূর্য ঢলে গেলে তিনি ইকামত দিলেন।তখন সূর্য অনেক ওপরে ছিল এবং আলোক উদ্ভাসিত ছিল। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসরের নামাজ আদায় করালেন।অতঃপর সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথেই তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাগরিবের নামাজের ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দি-লেন।অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে এশার নামজের(একামতের) নির্দেশ দিলেন।শাফাক অদৃশ্য হলে তিনি ইকামত দিলেন।পরবর্তী সকালে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে (ইকামতের)নির্দেশ দিলেন। ভোর খুব পরিষ্কার হওয়ার পর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ফজরের নামাজ আদায় করালেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে যোহরের নামাজের (ইকামতের) নির্দেশ দিলেন এবং (সূর্যের তাপ) যথেষ্ট ঠান্ডা হওয়ার পর দেরি করে নামাজ আদায় কর লেন।অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে আসরের নামাজের নির্দেশ দিলেন,সেই অনুযায়ী তিনি সূর্য শেষ সীমায় এবং পূর্ব দিনের চেয়ে অনেক নিচে নেমে আসলে ইকা-মত দিলেন। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)তাকে (একামতের) নির্দেশ দিলেন এবং শাফাক অদৃশ্য হওয়ার সামান্য পূর্বে মাগরিবের নামাজ আদায় করালেন। অতঃপর তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে এশার নামাজের ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং সেই অনুযায়ী এক-তৃতীয়াংশ রাত চলে যাবার পর একামত দিলেন। অতঃপর তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন- নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন-কারী কোথায়? ওই ব্যক্তি বলল, আল্লাহর রাসুল(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এই যে আমি।অতঃপর তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)বললেন- তোমাদের নামাজের ওয়াক্ত এই দুই সীমার মাঝখানে। (সহিহ)।।

(হাদিসের ভাষা তিরমিজি কর্তৃক বর্ণিত)

ইমাম তিরমিজি (রহঃ) বলেনঃ-এই হাদিস সহিহ।

ইমাম তাহাবী (রহঃ) তাহাবী শরীফের প্রথম খন্ডে "সালাতের ওয়াক্ত" পরিচ্ছেদে বলেন,-

অর্থঃ- " এই সমস্ত রিওয়াতে ফজরের নামাজ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলা-ইহি ওয়াসাল্লাম)থেকে যা কিছু বর্ণিত আছে, তারা(ইমামগণ)মতভেদ করেননি যে,

প্রথম দিন তিনি সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটার পর (নামাজ) আদায় করেছেন, আর তা হচ্ছে এর (ফজরের) প্রথম ওয়াক্ত। দ্বিতীয় দিন তিনি তা আদায় করেছেন যখন সূর্য উদয় হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গিয়েছিল। আর এতে মুসলমানদের ঐক্যমত রয়েছে যে, ফজরের নামাজের প্রথম ওয়াক্ত হলো যখন সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটে, আর তার শেষ ওয়াক্ত হলো যখন সূর্য উদয় হয়।"
****এখানে শুধুমাত্র ফজরের নামাজের সময়ের ব্যাখ্যাটা তুলে ধরা হলো।কারণ বাকি চার ওয়াক্তের সময়ের তো গন্ডগোল দেখা যায় না (রমজান মাসে)।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বর্তমানের লা-মাযহাবী ওহাবী দেওবন্দীদের গুরু ঘন্টাল নাসিরুদ্দিন আলবানী তার " তাহক্বীক মিসকাতুল মাসাবীহ " প্রথম খন্ডের ৩৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেঃ- " নিদ্রা যাওয়ার পর সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে ফজরের আজান দেওয়া হল। কিছুক্ষন বিরতি দেওয়ার পর গালাসের মধ্যে অর্থাৎ ভোরের অন্ধকারের মধ্যে ফজর (নামাজ) পড়লেন।

দেওবন্দী-তাবলিগীদের গুরু ঘন্টাল মাওলানা মনজুর নোমানী " আলফিয়াতুল হাদিস " ১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছে- "ফজরের ওয়াক্তঃ- সুবহে সাদিক হইতে সূর্যোদয়ের ও পুর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত।"

" আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ " দ্বিতীয় খন্ডের ২৮ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ- "ওলামায়ে কেরাম এ কথার ওপর একমত যে, সুবহে সাদিক হতে ফজ-রের নামাজের সময় শুরু হয় এবং সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এর সময় বিদ্যমান থাকে। আর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এর সময় শেষ হয়ে যায়।"

হাদিস নম্বরঃ-2

তিরমিজি শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-১৫১, মুসনাদে আহমদ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৯২ এর মধ্যে এসেছেঃ-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلاً وَآخِرًا ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ، وَآخِرُ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ». صحيح :

হযরত আবু হুরাইরা(রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- নামাজের ওয়াক্ত শুরু ও শেষ না রয়েছে।জোহরের নামাজের শুরুর সময় হচ্ছে যখন(সূর্য পশ্চিম দিকে)ডলতে শুরু করে এবং শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া।আস-রের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে যখন আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ করে (জোহরের শেষ সময়) এবং তার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে যখন সূর্যের আলো হলুদ রং ধারণ করে।মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত হচ্ছে সূর্য ডুবে যাওয়ার পর এবং তাঁর শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে যখন শাফাক চলে যায়।এশার ওয়াক্ত হচ্ছে যখন শাফাক বিলীন হয়ে যায়, আর তার শেষ ওয়াক্ত হচ্ছে যখন অর্ধেক রাত চলে যায়। ফজরের নামাজের ওয়াক্ত যখন ঘোর শুরু হয় এবং তার ওয়াক্ত শেষ হয় যখন সূর্য ওঠা শুরু হয়। - সহীহ।

এই হাদীসটিকে ইমাম তিরমিজি (রহঃ) সহীহ বলেছেন।

এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ফজরের নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়, ভোর (সুবহে সাদিক) যখন থেকে আরম্ভ হয়।

হাদিস নম্বর-৩

বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-৫৯০, মিশকাত শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-৬২৯ মুসনাদে আহমদ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-২৮৫, ২৮৬, তাহাবী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৭৭৭ থেকে ৭৮৪ নম্বর পর্যন্ত(ভিন্ন রাবী থেকে), মুসলিম শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৪০৩ থেকে ২৪০৭ পর্যন্ত(ভিন্ন রাবী থেকে) বর্ণিত হয়েছেঃ-

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيْهِ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنْ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يُنَادِيَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً اَعْمٰى لَايُنَادِيْ حَتّٰى يُقَالَ لَهُ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ .

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা (রহঃ).... আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- বিলাল(রাঃ)রাত থাকতেই আজান দেন। অতঃপর ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) আজান না দেওয়া পর্যন্ত তোমরা (সেহরি) পানাহার করতে পারো। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) ছিলেন অন্ধ। যতক্ষণ না তাকে বলে দেওয়া হতো যে, 'ভোর হয়েছে ভোর হয়েছে' ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।

বুখারী শরীফের হাদিস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, ভোর অর্থাৎ সুবহে সাদিক হওয়ার পরই ফজরের আযান দেওয়া হতো। হাদীসটিতে আরো উল্লেখ রয়েছে, পানাহার বা সেহরি খাওয়ার কথা। অতঃপর এই হাদিসটি রমজান মাসের প্রতি ইঙ্গিত করে।স্পষ্ট যে, আমার রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবী রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুগণ পবিত্র রমজান মাসে ভোর অর্থাৎ সুবহে সাদিক হওয়ার পরই ফজরের আযান

আযান দিতেন, আর এটা সারা বছরই চলতো । যেটা আমি আগের হাদীস থেকে প্রমাণ করে দিয়েছি।

কিন্তু বর্তমানে যে রমযান মাসে ফজরের আজান সুবহে সাদিকের ১ ঘন্টা পূর্বেই দেওয়া হচ্ছে। সেটা ইসলামী আইন মোতাবেক হচ্ছে না তারা নিজেরাই করে নিয়েছে, পাঠকবর্গ একটু নিজেরাই চিন্তা করে দেখুনতো।

হাদিস নম্বর-৪

বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং ৫৯১ এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছেঃ-

عَبْدُ اللهِ بْنِ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ وَبَدَأَ الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ .

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইউসুফ(রঃ).... হাফসা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মুআযযিন সুবহে সাদিকের প্রতীক্ষায় থাকত (ও আযান দিত) এবং ভোর স্পষ্ট হতো-- জামাআত দাঁড়ানোর আগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্ষেপে দু'রাকাত নামাজ আদায় করে নিতেন।

মুআযযিন সুবহে সাদিকের প্রতীক্ষায় থাকত অর্থাৎ ভোর হওয়ার পরই ফজরের আযান দেওয়া হতো। আর এটাই সুন্নত। এর বিপরীত যারা করতেছে তারা বিদআতে সাইয়েআ করতেছে।

এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, সুবহে সাদিক হওয়ার পরেই ফজরের নামাজের সময় হয় । এ ব্যাপারে আরো অসংখ্য হাদীছ রয়েছে কিন্তু কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় দেয়া সম্ভবপর হলোনা।

যারা বুঝতে চায় এবং সুন্নাতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর আমল করতে চায় তাদের কারণে এটুকুই যথেষ্ট। আর যারা বুঝে না তাদের সামনে অসংখ্য হাদীছ শরীফ-এর কিতাবগুলো খুলে চোখের সামনে দেখালেও বুঝবেনা। আমার সুন্নি ভাইদের প্রতি আমার দুঃখ হয়।কারন তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কিতাব-পত্র না পড়ার কারণে, অতি সহজে লা-মাযহাবী ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগীদের খপ্পরে পড়েছে। তারা না বুঝে সুবহে সাদিকের ১ ঘন্টা পূর্বেই ফজরের আজান দিয়ে নামাজ পরছে । এটা নাজায়েজ ও হারাম। সেটা হাদিস মোতাবেক ও শুদ্ধ নয় আর আমাদের হানাফী মাযহাব মোতাবেক ও নয়।আমাদের হানাফী মাযহাবের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছেঃ- "যদি কেও সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বে 'আল্লাহু আকবার' বলে তথাপি সুবহে সাদিক হওয়ার পর পুনরায় আযান দেওয়া ওয়াজিব।"

এখন দেখা যাক সুবহে সাদিক কাকে বলেঃ-

হাদিস নম্বর-৫

বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং- ৫৯৪, মুসলিম শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং- ২৪০৮, মুসনাদে আহমদ প্রথম খন্ড, হাদিস নং- ২৮৪, আবু দাউদ শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং- ২৩৩৯, ইবনে মাজাহ শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-১৬৯৬, নাসাঈ শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৬৪২, তাহাবী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং- ৭৯২, সহীহুল বুখারী প্রথম খন্ড, হাদিস নং- ৬২১, আল লু'লু ওয়াল মারজান, হাদিস নং- ৬৬৪ এর মধ্যে নানা সুত্রে এবং কিছু ভাষ্য পরিবর্তন করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একই কথা বর্ণনা করেছেনঃ-

عن عَبْــدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْــعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ يُنَادِيْ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ اَنْ يَقُوْلَ الْفَجْــــرُ اَوِ الصُّبْحُ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا اِلَى فَوْقٍ وَطَأْطَأَ اِلَى اَسْفَلَ حَتَّى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَقَالَ زُهَيْــرٌ بِسَبَّابَتَيْــهِ اِحْـدَاهُمَا فَوْقَ الْاُخْـرٰى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ ۔

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- বিল্লালের (রাঃ) আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা, সে রাত্র থাকতেই আযান দেয়, যেন তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদের নামাজ রত তারা ফিরে যায় আর যারা ঘুমন্ত তাদেরকে জাগিয়ে দেয়।তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন,-ফজর বা সুবহে সাদিক বলা যায় না, যখন এরূপ হয়, তিনি একবার আঙ্গুল ওপরের দিকে উঠিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে ইশারা করলেন, যতক্ষণ না এরূপ হয়ে যায়। বর্ণনাকারী যুহাইর (রাঃ) তার শাহাদাত আঙুলদয় একটি অপরটির উপর রাখার পর তার ডানে ও বামে প্রসারিত করে দেখালেন।

(হাদিসের ভাষা বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।)

হাদিসের মধ্যে আমার রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাবে বলে দিলন,- পুবের দিকে যখন আলোর রেখা নিচ থেকে ওপরের দিকে লম্বালম্বিভাবে যখন প্রসারিত হয় তখন প্রকৃতপক্ষে ফজরের ওয়াক্ত হয় না । ইহাকে 'সুবহে কাজেব' বলা হয় । কাজেই এই রেখা দেখে 'সুবহে সাদিক' হয়ে গেছে বলে যেন মনে না করে। তবে যখন পুর্ব আকাশে আলোর রেখা উত্তর -দক্ষিণে বিস্তৃত হয় তখনই প্রকৃতপক্ষে 'সুবহে সাদিক' হয়।

হাদিস নম্বর-৬

তিরমিজি শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-৭০৫, আবু দাউদ শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং- ২৩৪০, তাহাবী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৯৩৩ এর মধ্যে হযরত কায়স ইবনে তালক রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেনঃ-

عن قيس بن طلق عن ابيه قال قال رسول الله ﷺ كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر.

হযরত কায়েস ইবনে তালক (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- তোমরা খাও এবং পান করো, আর তোমা-দেরকে যেন সুবহে কাযিবের উচ্চ লম্বা রেখা (যা পূর্ব হতে পশ্চিমে দৃশ্যমান) সেহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে । আর তোমরা ততক্ষণ পানাহার কর, যতক্ষণ না সুবহে সাদিকের লম্বা লাল আলোকরশ্মি (যা পূর্বাকাশে উত্তর-দক্ষিণে দৃশ্যমান) প্রকাশ পায়।

(হাদিসের ভাষা আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত)

ইমাম তিরমিজি (রঃ) হাদীসটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন।

হাদিস নম্বর-৭

মুসলিম শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং- ২৪১১, থেকে ২৪১৫ পর্যন্ত, তিরমিজি শরিফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং- ৭০৬, মিশকাত শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং- ৬৩০, তাহাবী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৭৯০ ও ৭৯১, আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-৬৩০ এর মধ্যে বর্ণনা রয়েছেঃ-

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سُحُوْرِكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ، وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْلُ، وَلٰكِنِ الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيْرُ فِي الْأُفُقِ".

— صحيح :

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদেরকে যেন সেহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে বিল্লাল(রাঃ) এর আযান এবং দিগন্তের বৃত্তে প্রকাশিত ভোরের আলো(সুবহে কাযিব),কিন্তু (বিরত করবে) বিগন্ত বৃত্তে উদ্ভাসিত বিস্তৃত আলো (সুবহে সাদেক)। সহীহ।

ইমাম তিরমিজি (রাঃ) হাদীসটি সহীহ বলেছেন।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় 'আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ' ১২৮ পৃষ্ঠার মধ্যে বলা হয়েছেঃ- ' ভোর রাতে প্রথমে যে আলোকরশ্মি ফর্সা হয়ে উপরের দিকে উঠে এবং কিছুক্ষণ পরে আকাশে মিলে যায়, তাকে'সুবহে কাযিব' বলে। আর যে ফর্সা উত্তর-দক্ষিণ দিগন্তে বিস্তৃত হয়ে উঠে এবং না মিশে গিয়ে ধীরে ধীরে ভোর হয় তাকে, 'সুবহে সাদিক'

বলে। সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার পূর্বেই সাহরি খাওয়া বন্ধ করতে হয় এবং তা শুরু হলেই ফজরের আজানের সময় হয়।"

এখন হয়তো বুঝতে আর সমস্যা নেই যে সুবহে সাদিক কাকে বলে। সুবহে সাদিক বলা হয়ঃ- সূর্য উদয়ের পূর্বে পুব দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ভাবে ফর্সা হয়ে উঠে এবং সেই ফর্সা ধীরে ধীরে আলোয় পরিণত হয় অতঃপর সূর্যের উদয় হয়।

বর্তমান পৃথিবীর সকল মুসলমানদেরকে চারটা মাযহাবের কোন একটার অনুসরণ করতে হয়। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের ভিতর হানাফী মাযহাবের লোকজনই বেশি। আমাদের হানাফী মাযহাবের মতে ফজরের নামাজ খুব ফর্সা করে পড়া মোস্তাহাব। এখন তার দলিল দেখুনঃ-

প্রথমেই আমাদের ইমাম হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর 'মুসনাদে ইমাম আযম' থেকে দলিল দিচ্ছি।

হাদিস নম্বর-৮

'মুসনাদে ইমাম আযম' প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং-৮০, হাদিস নং-৮৬ এর মধ্যে বর্ণনা করেছেনঃ-

اَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ النَّبِىَّ ﷺ اَحْفِرُوْا بِالصُّبْحِ اَعْظَمُ لِلثَّوَابِ.

হযরত আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলাইহি-আব্দুল্লাহ- হযরত ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, - ফজরের নামাজ খুব আলোকাবস্থায় পড়ো। কারণ, ইহা হইল বড় সওয়াবের কারণ।

হাদিস নম্বর-৯

তাহাবী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৯৭৯ এর মধ্যে এসেছেঃ-

عن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤَخِّرُ الْفَجْرَ كَاسْمِهَا .

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকিল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামাজকে তার নাম অনুযায়ী বিলম্ব করে আদায় করতেন (কেননা 'ফজরের' অর্থ উষার উন্মেষ ঘটা, আলো উদ্ভাসিত হওয়া, তিনি(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফর্সা করে নামাজ আদায় করতেন)।

হাদিস নম্বর-১০

তিরমিজি শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-১৫৪, মিশকাত শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-৫৬৫, আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৪২৪, ইবনে মাজাহ শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৬৭২, আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-৫৬৫, নাসায়ী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৫৪৯ এবং ৫৫০, তাহাবী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং- ৯৮১, ৯৮৩, ৯৮৫ এবং ৯৮৬, মিরআতুল মানাজীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৫৬৬ এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছেঃ-

عن رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلأَجْرِ». صحيح .

হযরত রাফি ইবনে খাদীজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ-ফজরের নামাজ ফর্সা করে আদায় কর।কেননা এতে অনেক ছওয়াব রয়েছে। সহীহ।

ইমাম তিরমিজি (রঃ) হাদিসটিকে হাসান ও সহীহ বলছেন।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আনোয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ দ্বিতীয় খন্ডে, কিতাবুস সালাত অধ্যায়ের ৬৯ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ- " এই হাদিসের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন যে, ফজরের নামাজ অন্ধকারে না পড়ে আলোতে পড়া উত্তম।

১২

সুবহে সাদিকের পর ফজরের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়, এতে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু ফজরের নামাজ অন্ধকারে পড়া উত্তম (মুস্তাহাব) না ফর্সাতে পড়া উত্তম, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- হানাফী মাযহাবের ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম আবু ইউসুফের(রঃ)মতে ফজরের নামাজ ফর্সাতে পড়াউত্তম (মুস্তাহাব) । কিন্তু ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এর মতে অন্ধকারে পড়া উত্তম (মুস্তাহাব)।"

আমাদের ইমাম আযম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মতে ফজরের নামাজ সুবহে সাদিকের ফর্সা বা আলোতে পড়া মুস্তাহাব ও উত্তম । আমরা হলাম হানাফী মাযহাবের অতঃপর অবশ্যই ইমামে আজমের অনুসরণ করা ওয়াজিব। তাহলে আমা-দেরকেও সুবহে সাদিকের পর ফর্সাতে নামাজ পড়া উত্তম।

এ ছাড়াও মুফতিয়ে আজম, মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ) এর 'জা-আল হক' তৃতীয় খন্ডের ২২৯ পৃষ্ঠায় 'ফজরের নামাজ ফর্সা (ভোর) হওয়ার পর পড়ুন' নামে একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন । এই অধ্যায়ের মধ্যে সহীহ সনদে ২৯ টি হাদিস উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, ফজরের নামাজ ফর্সা করে পড়া অধিক ছওয়াব।

এরপর নঈমী (রঃ) বলেনঃ- " ফজরের নামাজ আলোকিত অবস্থায় পড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামগণের (রাঃ) সুন্নাত।এটাই হচ্ছে সাহাবায়ে কেরামের সর্বজন গ্রাহ্য আমল।

বিবেকের মতে এটা যে, ফজরের শাব্দিক অর্থ উজ্জ্বল্য ও আলো। তাই ফজরের নামাজ আলোকিত অবস্থায় পড়লে নামানুযায়ী ঠিক হবে। অন্ধকারে পড়া নামের বিরোধী।

আলোকিত অবস্থায় নামাজ পড়লে জামায়াত বড় হয় । কেননা অধিকাংশ লোক ভোরে একটু দেরিতে ঘুম থেকে উঠে । আর তাড়াতাড়ি উঠলেও তখন অনেকেই ইস্তিঞ্জা, গোসল, ওজু ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে।

অন্ধকারে মসজিদে আসা কষ্টকর। অপরদিকে আলোকিত অবস্থায় মসজিদে গমন সহজ। যেমন - হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যখন অন্ধকারে নামায রত অবস্থায় শহীদ করা হল । তখন সাহাবায়ে কেরামগণ ফজরের নামাজ আলোকিত অবস্থায় পড়ার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করলেন। "

পবিত্র হাদিস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, সুবহে সাদিকের পরেই ফজরের নামাজের ওয়াক্ত হয় । এ নিয়ে চার মাযহাবের কোনো ইমামের মধ্যে মতভেদ নেই। আর আমাদের হানাফী মাযহাব মতে সুবহে সাদিকের পর ফর্সা হওয়ার সময়ে ফজরের নামাজ পড়া মুস্তাহাব।

অধ্যায় - ৩

ফিকহে ফজরের নামাজের ওয়াক্ত

১/ শরহে বেকায়া প্রথম খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা, ' কিতাবুস সালাত ' অধ্যায়ে এসেছেঃ-

الوقت للفجرمن الصبح المعترض الے طلوع ذكاء احترز بالمعترض عن المستطيل۔

অর্থাৎঃ- ফজরের ওয়াক্ত হচ্ছে, সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্য উদয় পর্যন্ত।

২/ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী প্রথম খন্ড, কিতাবুস সালাত, ১৪৪ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"ফজরের ওয়াক্ত সুবহে সাদিক হতে আরম্ভ হয়। সুবহে সাদিক হল, ঐ বিস্তৃত শুভ্ররেখা, যা পূর্ব দিগন্তে সূর্যোদয় পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। সুবহে কাজেব ধর্তব্য নয়। সুবহে কাজেব ঐ শুভ্রতা, যা (উর্ধ্ব-অধঃ ভাবে) লম্বা হয়ে পূর্বাকাশে প্রকাশিত হয়। পরে আবার অন্ধকার হয়ে যায়। সুবহে কাজেব হতে ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় না এবং রোজা পালন কারীর জন্য খানাপিনা হারাম হয় না।"

এই ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী বিশ্বের কোনো মুসলমানের অজানা নয়। এই ফতোয়ার কিতাবটিকে Encyclopedia (বিশ্বকোষ) নামে জানা যায়। এই কিতাবটি লেখা হয়েছে দেওবন্দী, ওয়াহাবী, লা মাযহাবীদের উৎপত্তির বহু আগে । এই কিতাবের ফতোয়া, ৭০০ জন মুহাদ্দিসিনে কেরামের ফতোয়া । আমাদের ভারতের বাদশা এবং একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হজরত আওরঙ্গযেব আলমগীর(রহঃ) পৃথিবীর ৭০০ জন মুহাদ্দিসীনে কেরামকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ভারতে নিয়াসেন এবং 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' সংকলন করেন।

৩/ আদিল্লাতুল হানাফিয়্যাহ 'কিতাবুস সালাত' অধ্যায়ের ১২৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ-

وقت صلاه الصبح من الفجر العترض الى طلوع الشمس.

অর্থাৎঃ- ফজরের ওয়াক্ত বিস্তৃত ঊষা(সুবহে সাদিক) থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।

৪/ আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ দ্বিতীয় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

" সুবহে সাদিকের পর ফজরের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়, এতে কারো দ্বিমত নেই। "

৫/ ইসলামী ফিকাহ প্রথম খন্ড, 'কিতাবুস সালাত' অধ্যায়ের ৯১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ-

"ফজরের সময়- সুবহে সাদিক হওয়ার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।"

৬/জান্নাতী জেওর দ্বিতীয় খন্ড, ৭৬ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"ফজরের ওয়াক্তঃ- সুবহে সাদিক হইতে আরম্ভ হইয়া সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে যখন ইচ্ছা ফজরের নামাজ পড়িতে পারে।কিন্তু মুস্তাহাব ইহাই যে, ফজরের নামাজ এমনই পরিষ্কার হইয়া যাইবার পর পড়িতে হইবে, যাহাতে মসজিদের নামাজী একে অপরকে দেখিয়া চিনিতে পারে।"

৭/ ভারত বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব- বাহারে শরীয়ত তৃতীয় খন্ড, ১২৯ পৃষ্ঠা এবং কানুনে শরীয়ত প্রথম খন্ড, ৭১-৭২ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ-

"ফজরের ওয়াক্ত হবে সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যের আলোক রশ্মী চমকানো পর্যন্ত।"

এরপর হযরত মুফতি আমজাদ আলী কাদেরী (রঃ) 'বাহারে শরীয়ত' এর উক্ত পৃষ্ঠায় আরো লেখেনঃ-

"সুবহে সাদেক এমন এক আলোকে বলা হয় যা সূর্য উদিত হওয়ার আগে সূর্যের উপরে আসমানের পূর্ণ কিনারায় প্রকাশ পায় এবং ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত আসমান ছড়িয়ে পড়ে এবং চতুর্দিকে উজ্জ্বল ও আলোকিত হয়ে যায়। আলো প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সেহরির সময় শেষ হয়ে যায় এবং ফজরের নামাজের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায় । এই আলোর আগে আসমানের মাঝখানে একটি লম্বা সাদা রেখা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে বিকশিত হতে দেখা যায়, যার নিচে সমগ্র পৃথিবী অন্ধকার থাকে । সে লম্বা রেখা সুবহে সাদেকের আলোতে অদৃশ্য হয়ে যায়, এ লম্বা সাদা রেখাকে সুবহে কাজেব বলা হয়। তখন ফজরের ওয়াক্ত হয় না।"

৮/ 'আনোওয়ারে শরীয়ত' এর ২২ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"সুবহে সাদিক হইবার পর হইতে ফজরের সময় আরম্ভ হয় এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। কিন্তু খুব আলোকিত হইবার পর পড়া মুস্তাহাব।"

৯/ ফিকহে মুহাম্মদী প্রথম খণ্ড, ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ-

"সুবহে সাদিক হতে আরম্ভ করে সূর্য উঠা পর্যন্ত ফজরের সময়।"

১০/পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত লেখক, মুফতি নুরুল আরেফিন রেজবী আযহারী (মাঃজিঃআঃ) "সুন্নী তোহফা" কিতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ-

"ফজরের ওয়াক্ত- সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যের আলোক রশ্মী চমকানো পর্যন্ত।"

তিনি আরো লেখেনঃ-

"প্রত্যেক নামাযের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। নির্ধারিত সময়ের আগে (নামাজ) পড়লে নামাজ বাতিল হবে।"

১১/"আল মিসবাহুল নুরী শরহে মুখতাসারুল কুদুরী" কিতাবের ৫৯ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

اَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِىْ وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِى الْاُفُقِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ تَطْلَعِ الشَّمْسُ

" ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়,যখন ফজরে ছানী তথা সুবহে সাদিক উদিত হয়। আর তাহল (পুর্ব) আকাশের আড়াআড়ি সাদা আভা। ফজরের শেষ সময় হল সুর্য উদিত হবার পুর্ব পর্যন্ত। "

১২/"আল ফিকহুল মুয়াসসার" কিতাবের ৭২ এবং ৭৩ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ-

وَيَبْتَدِئُ وَقْتُهَا مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ وَيَبْقٰى إِلٰى قُبَيْلِ طُلُوْعِ الشَّمْسِ ـ

" সুবহে সাদিক থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং সুর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকি থাকে। "

১৩/"তাসহীলুল হাকায়িক"[১] কিতাবের ৮১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ-

وَقْتُ الْفَجْرِ مِنَ الصُّبْحِ الصَّادِقِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ

"ফজরের সময়ের সুচনা সুবহে সাদিক তথা ভোরের দ্বিতীয় আলো উদিত হওয়া থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত।"

১৪/"আশরাফুল হিদায়া" প্রথম খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

اَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِىْ وَهُوَ الْمُعْتَرِضُ فِى الْاُفُقِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ تَطْلَعِ الشَّمْسُ

"ফজরের নামাজের ওয়াক্তের সুচনা হয়, যখন ভোরের দ্বিতীয় আলো উদিত হয়, দ্বিতীয় আলো বলতে ঐ আলো যা দিগন্তে বিস্তৃত হয় এবং এর শেষ ওয়াক্ত হলো, সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত।"

১৫/ফুরফুরার মৌলবী কফিল উদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব 'বাহরুল ওলুম' ২০০ পৃষ্ঠায়, দোররল মোক্তার কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেনঃ-

'সুবহে সাদিকের পর হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের নামাজ পড়িতে হইবে।'

১৬/'মাকছুদুল মো'মেনীন' ১০২ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

'সুবহে সাদিকের শুরু থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজর নামাজের সময়।'

ফিকহের থেকেও প্রমান হয়ে গেলো, সুবহে সাদিক-ই ফজরের নামাজের সময়।

---

(১)হজরত আল্লামা আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ বিন মাহমুদ আন নাসাফী (রঃ) হিজরী ছয়শ শতকের শেষাংশে "তাসহীলুল হাকায়িক ও কানযুদ দাকায়িক" নামে হানাফী ফিকহের কিতাবটি লিখেন।

১৬

এখন সুবহে সাদিক কাকে বলে, সে ব্যাপ্যারে একটি স্পষ্ট ধারণা দেওয়া ঠিক বলে আমি মনে করি।

১/"আল মিসবাহুন নুরী শরহে কুদুরী"[১] কিতাবের ৬১ নম্বর পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"ফজরের ওয়াক্ত "فَجْر ثَانِي" তথা সুবহি সাদিক শুরু হবার সাথে সাথে আরম্ভ হয়। فَجْر اَوَّل হল সুবহি কাযিব। রাত্রির শেষ ভাগে আকাশে ওপরের দিকে লম্বাভাবে একটি কালো রেখা স্তম্ভের ন্যায় দৃশ্যমান হয়, তখন সামান্য সময়ের জন্য একটু অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে, এটা হল সুবহি কাযিব। এরপর পূর্বাকাশে উত্তর দক্ষিণে আড়াআড়ি ভাবে একটি সাদা রেখা বিস্তৃত হয়, একেই ফাজরে ছানী বা সুবহি সাদিক বলা হয়। তখন থেকেই ফজরের সময় শুরু হয়। আর পূর্বাকাশে সূর্য উদয় হবার সাথে সাথে ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।"

২/"শরহে বেকায়া" প্রথম খণ্ড, ২৮৫-২৮৬ পৃষ্ঠা, কিতাবুস সালাত, অধ্যায়ে 'সুবহ' সম্পর্কে বর্ণনায় এসেছেঃ-

"সুবহ-এর প্রকার ও সংজ্ঞাঃ-সুবহ বা প্রভাত দু প্রকার- ১)সুবহে কাজেব।তা হচ্ছে- পূর্বাকাশে ঐ শুভ্রতা যা আসমানের নিচের দিক থেকে উপরের দিকে দেখা যায় এবং কিছুক্ষণ পর তা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সমগ্র পৃথিবী আবার অন্ধকারে ছেয়ে যায়। ২)সুবহে সাদিক।তা হচ্ছে- পূর্বাকাশে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যে আলো রেখা দেখা যায়, তা ধীরে ধীরে পূর্বাকাশের সমস্ত দিককে আলোকিত করে দেয়।"

৩/"আল হিদায়া" প্রথম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"ভোরের দ্বিতীয় আলো(সুবহে সাদিক) হলো যা দিগন্তে বিস্তৃত হয়, আর তার শেষ সময় হলো যতক্ষণ না সূর্য উদিত হয়।"

৪/ 'মাকছুদুল মো'মেনীন' ১০২ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"শেষ রাত্রে যখন পূর্বাকাশে প্রস্থে (অর্থাৎ, উত্তর-দক্ষিণে) একটি সাদা আলোর মতো দেখা যায় এবং এরপর আর অন্ধকার হয় না; একেই সুবহে সাদেক বলে।"

৫/'জান্নাতী জেওর' দ্বিতীয় খন্ড, ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায়, আল্লামা আবদুল মোস্তফা আজমী (রঃ) লিখেছেনঃ-

"সুবহে সাদিকঃ - একটি আলো, যাহা সূর্য উদয় হইবার পূর্বে পূর্ব আকাশের কিনারায় প্রকাশ হইয়া থাকে। অতঃপর এই আলো ধীরে ধীরে সমস্ত আকাশে ছড়াইয়া পড়ে এবং পরিষ্কার হইয়া যায়। সুবহে সাদিকের আলো প্রকাশ হইবার সাথে সাথেই সেহরি খাইবার ওয়াক্ত শেষ এবং ফজরের নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হইয়া যায়।শীতকালের সূর্য উদয় হইবার প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা (৭৫ মিনিট)পূর্বে এবং গরমকালে কম বেশি দেড় ঘণ্টা(১ ঘন্টা ৩০ মিনিট) পূর্বে সুবহে সাদিক প্রকাশ হইয়া থাকে।"

ফিকাহের কিতাবগুলো থেকেও প্রমান হয়ে গেল যে, পূর্বাকাশে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ভাবে উদয় হওয়া আলোকে সুবহে সাদিক বলে। আরো এটাও স্পষ্ট হলো যে, শীতকালে সূর্য উদয়ের প্রায় ৭৫ মিনিট আগে সুবহে সাদিক আরম্ভ হয়, এবং গরম কালে সূর্য উদয়ের প্রায় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট আগে সুবহে সাদিক আরম্ভ হয়।

---

(১)এই ফিকহের কিতাবটি আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে হজরত আল্লামা আবুল হাসান আহমদ ইবনে আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জা'ফর ইবনে হামদান আল বাগদাদী আল-কুদুরী (রঃ) [জন্ম: ৩৬২ হিঃ ও মৃত্যু: ৩৯৮ হিঃ] লিখেন।

অধ্যায় - ৪

হাদিসের আলোকে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেওয়া ঠিক নয়

বর্তমান রমজান মাসে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পুর্বে আজান দেয়া হয়। যেটা নাযায়েজ ও হারাম।কিন্তু এখন প্রশ্ন হয়- সারা বছর ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আজান দিয়ে পবিত্র মাসে রমজানে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পুর্বে যে আজান দেয় । সেটা কি পবিত্র হাদীসের আলোকে ঠিক হচ্ছে না তার নিজেরা মন গড়া সৃষ্টি করেছে। আসুন তাহলে পবিত্র হাদীসের আলোকে দেখা যাক-------

ইমাম বুখারী (রঃ) বুখারী শরীফের ২য় খন্ডে- "ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আজান দেওয়া" নামে একটি অনুচ্ছেদ কায়েম করেছেন । এই অনুচ্ছেদে দুটি হাদিস (৫৯৪ এবং ৫৯৫) উল্লেখ করেন।

হাদিস নম্বর-১

বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং- ৫৯৪, মুসলিম শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং- ২৪০৮, মুসনাদে আহমদ প্রথম খন্ড, হাদিস নং- ২৮৪, আবু দাউদ শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং- ২৩৩৯, ইবনে মাজাহ শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-১৬৯৬, নাসাঈ শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৬৪২, তাহাবী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং- ৭৯২, সহীহুল বুখারী প্রথম খন্ড, হাদিস নং- ৬২১, আল লু'লু ওয়াল মারজান, হাদিস নং- ৬৬৪ এর মধ্যে নানা সূত্রে এবং কিছু ভাষ্য পরিবর্তন করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একই কথা বর্ণনা করেছেনঃ-

عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِيْ بِلَيْلٍ لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ أَنْ يَقُوْلَ الْفَجْرُ أَوِ الصُّبْحُ وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقٍ وَطَأْطَأَ إِلَى أَسْفَلَ حَتَّى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ إِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْأُخْرَى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ ۰

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন- বিল্লালের (রাঃ) আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা, সে রাত্র থাকতেই আযান দেয়, যেন তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদের নামাজ রত তারা ফিরে যায় আর যারা ঘুমন্ত তাদেরকে জাগিয়ে দেয়।তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আঙুল দিয়ে ইশারা করে বললেন,-ফজর বা সুবহে সাদিক বলা যায় না, যখন এরূপ হয়, তিনি একবার আঙুল ওপরের দিকে উঠিয়ে নিচের

দিকে নামিয়ে ইশারা করলেন, যতক্ষণ না এরূপ হয়ে যায়। বর্ণনাকারী যুহাইর (রাঃ) তার শাহাদাত আঙুলদয় একটি অপরটির উপর রাখার পর তার ডানে ও বামে প্রসারিত করে দেখালেন।

(হাদিসের ভাষা বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।)

হাদিস নম্বর-২

বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং - ৫৯৫ এর বর্ণনায় এসেছেঃ-

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنْ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْـــرَبُوا حَتّٰى يُؤَذِّنَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

হজরত মা আয়িশা সিদ্দিকা (রাঃ) সূত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রাঃ) রাত থাকতে আযান দিয়ে থাকেন। কাজেই ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) যতক্ষণ আযান না দেয়, ততক্ষণ তোমরা (সাহরী) পানাহার করতে পার।

বুখারী শরীফের এই দুটি হাদিস থেকে স্পষ্ট ভাবে বুজা যায় যে, - সুবহে সাদিকের পূর্বে হজরত বিলাল(রাঃ) যে আযান দিতেন, সে আযান ফজরের ওয়াক্তের আযান ছিলোনা বরং সুবহে সাদিকের পর হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) যে আযান দিতেন, সেটাই ছিলো ফজরের ওয়াক্তের আযান। মুলতঃ সুবহে সাদিকের পূর্বে যে আযান দেয়া হত, সেটার সঙ্গে ফজরের ওয়াক্তের কোনো সম্পর্ক নেই বরং সুবহে সাদিক হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে।

হাদিস নম্বর-৩

তিরমিজি শরীফ প্রথম খন্ড, باب ماجاء فى الاذان بالليل (রাত থাকতে আযান দেওয়া সম্পর্কে) অনুচ্ছেদের হাদিস নং- ১৯৪ এর বর্ণিত হয়েছেঃ-

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ اِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا تَاْذِيْنَ اِبْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

হজরত সালিম (রাঃ) হতে তার পিতার সুত্রে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিলাল (রাঃ) রাত থাকতে আযান দেয়। অতঃএব তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের (রাঃ) আযান না শোনা পর্যন্ত পানাহার কর।

ইমাম তিরমিজি (রঃ) একে সহিহ বলেছেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফেও এ হাদিসটি আছে।

এরপর ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেন- "রাত থাকতে আযান দেওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতের গড়মিল রয়েছে। ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ), সুফিয়ান সাওরী (রঃ) ইত্যাদির মতে রাত থাকতে আযান দিলে তা পুনরায় দিতে হবে। অন্য তিন মাযহাব মতে তা হয়ে যাবে।

হাম্মাদ আইয়্যুবের সূত্রে, তিনি নাফির সূত্রে, তিনি ইবনে উমরের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন- 'একদা বিলাল(রাঃ) রাত থাকতে আযান দিলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আবার আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন । (তিনি বললেন) লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছে।' ইমাম তিরমিজী(রঃ) বলেন এ হাদীসটি সুরক্ষিত নয়।"

ইমাম তিরমিজি(রঃ) আরো বলেন-"আবদুল আজিজ ইবনে আবু রাওয়াদ নাফি সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ-' হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু এর মোয়াজ্জিন রাত থাকতেই আযান দিলেন। হযরত উমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাকে আবার আযান দেওয়ার নির্দেশ দি-লেন।'- এ বর্ণনাটিও সহিহ নয় । কারণ হযরত নাফি রাদিআল্লাহু আনহু এবং হযরত উমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর মাঝখানের একজন বর্ণনায় ছুটে গেছে । সম্ভবতঃ হাম্মাদ ইবনে সালাম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।"

এখানে আমরা পেলাম উক্ত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিজী রহমতুল্লাহি আলাইহি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রমান বিহীনভাবে। এ ব্যাপ্যারে তিরমিযি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "দরসে তিরমিজি" - এর প্রথম খন্ডের পৃষ্ঠা নম্বর ৪৭১ থেকে ৪৭৬ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত এক দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে । যা থেকে প্রমাণিত হয় যে উক্ত হাদীসটি সহীহ । উক্ত হাদীসটি বহু কয়টি কিতাবের মধ্যে এসেছে এবং প্রত্যেকটি কিতাবের মধ্যে ইমামগণ এ হাদীসটিকে সহীহ-ও বলেছেন। যথা তিরমিযি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ " দরসে তিরমিজি" কিতাবের ৪৭১ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে ৪৭৬ নম্বর পৃষ্ঠা পর্যন্ত নিয়ে হুবহু তুলে ধরা হলো । "দরসে তিরমিজি" প্রথম খন্ড, অনু-চ্ছেদ নম্বর - ৩৫, باب ماجاء فى الاذان بالليل (রাত থাকতে আযান দেওয়া সম্পর্কে) এর মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ-

---

আমার সুন্নি ভাইদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ। আপনারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কিতাবাদি পড়ুন। আমার সুন্নি ভাই সকল কিতাব পত্র পড়ার দিকে খুব অমনোযোগী। সেই কারণে দেওবন্দী, ওয়াহাবি, লা-মাযহাবীরাদের খপ্পরে খুব সহজে পড়ে যাচ্ছে। আর এই বাতিল ফিরকাদের কুফুরী আকিদা দ্বারা নিজের ঈমানকে নষ্ট করছে । নিজ চোখে না দেখলে বলতাম না । এদের খপ্পরে পড়ে নিজের পূর্বপুরুষদেরকে যারা সহীহ আকিদার মধ্যে ছিল তাদেরকে কাফের, মুশরিক বানাচ্ছে। তাই বলি এখনো সময় শেষ হয়ে যায়নি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ব্যতীত কোনো দলই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সত্যের দিকে এগিয়ে আসুন।

২০

"১ম আলোচ্য বিষয় হলো, হজরত বিলাল (রা.) সম্পর্কে এ হাদিসে বলা হয়েছে যে, তিনি রাত্রিবেলা আজান দিতেন, আর আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) সকালে; কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার (র.) ফাতহুল বারিতে[১] সহিহ ইবনে খুজায়মা, সহিহ ইবনে হাব্বান, ইবনুল মুনজির এবং তাহাবির[২] বরাতে হজরত উনাইসা (রা.) থেকে এর পরিপন্থী হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) রাত্রে আজান দিতেন আর বিলাল (রা.) সকালে। এর সহায়ক হলো নাসায়িরি[৩] বর্ণনা এবং হারেস ইবনে উসামা সূত্রে ওরওয়ার মুরসাল বর্ণনা এর শাহিদ,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تغيروا باذان ابن ام مكتوم ولكن اذان بلال (رض) ـ [٤]

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইবনে উম্মে মাকতুমের আজানে তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। কিন্তু বিলালের আজানে।'

এর বৈপরীত্যের জবাব হলো, বস্তুত এ দুটো ভিন্নধর্মী বর্ণনা বিভিন্ন সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাস্তব ঘটনা মূলত এ ছিলো যে, প্রথম দিকে হজরত উম্মে মাকতুম (রা.) রাত্রে আজান দিতেন আর হজরত বিলাল (রা.) সকালে; কিন্তু ধীরে ধীরে হজরত বিলাল (রা.)-এর দৃষ্টিশক্তি জয়িফ হয়ে গেলো। যার ফলে তিনি দু'একবার ধোঁকায় পড়েছেন; ফজর উদয় হওয়ার আগে আজান দিয়ে ফেলেছেন। একবার এমন হলো যে, তিনি ওয়াক্ত আসার পূর্বে আজান দিয়ে ফেলেছেন। তখন প্রিয়নবী ﷺ এর ক্ষতিপূরণের জন্য তাঁর দ্বারা ঘোষণা করালেন, যেমন আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে রয়েছে,

ان بلالا اذن بليل فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان ينادى ان العبد قد نام (اى سها عن وقت صلوة الصبح ـ

প্রিয়নবী ﷺ এ সময়েই বলেছেন,[৫] لا يغنكم اذان بلال فان في بصره شيئا [৬] মোটকথা, যখন বিলাল (রা.)-এর ভুল বেশি হতে লাগলো, তখন রাসূল ﷺ মুয়াজজিনদের তারতিব পাল্টে দিলেন। হজরত বিলাল

টীকা- ১. ২/৮৫।

টীকা- ২. হাবিব ইবনে আব্দুর রহমান-তাঁর ফুফু উনাইসা হতে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই ইবনে উম্মে মাকতুম রাতে আজান দিবে। অতএব, তোমরা বিলালের আজান শোনা পর্যন্ত খাও এবং পান করো।

–'শরহে মা'আনিল আছার' : ১/৬৮ باب التأذين للفجر اى وقت وهو بعد طلوع الفجر او قبل ذلك

টীকা- ৩. ১/১০৫, ছাপা নূর মুহাম্মদ, كتاب الاذان باب هل يؤذنان جميعا او فرادى আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেছেন, বিলাল যখন আজান দেয়, তখন তোমরা ইবনে উম্মে মাকতুমের আজান পর্যন্ত খাও এবং পান কর। –সংকলক।

টীকা- ৪. আল-মাতালিবুল আলিয়া : ১/১৬৪, হাদিস নং ২২৮।

টীকা- ৫. শরহে মা'আনিল আছার : ১/৬৮, এটি হজরত আনাস (রা.)-এর হাদিস। তাহাবি (র.) এ হাদিসটি উল্লেখ করার পর বলেন, এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, বিলাল (রা.) ফজরের সময় মনস্থ করতেন। তাঁর চোখের জয়িফতার কারণে তিনি ভুল করে ফেলতেন। এজন্য রাসূল ﷺ লোকজনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তাঁর আজানের ওপর আমল না করে। কারণ, তার চোখের সমস্যার কারণে তিনি ভুলে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। –সংকলক।

টীকা- ৬. শায়বান বলেছেন, আমি সাহরি খেয়ে মসজিদে এলাম। তারপর নবী করিম ﷺ -এর হুজরার সঙ্গে হেলান দিয়ে বসলাম। দেখলাম তিনি সাহরি খাচ্ছেন। তিনি বললেন, আবু ইয়াহইয়া? বললাম, হ্যাঁ। বললেন, এস খাবার খেতে। আমি বললাম, আমিতো রোজার ইচ্ছা করছি। তিনি বললেন, আমিও তো রোজা রাখতে চাই; কিন্তু আমাদের এ মুয়াজজিনের চোখে সমস্যা আছে। সে ফজর উদয় হবার পূর্বে আজান দিয়ে ফেলেছে, তারপর মসজিদের দিকে বেরিয়ে গেছে। আর খানা নিষিদ্ধ করে ফেলেছে। পক্ষান্তরে তিনি সকাল হবার পূর্বে আজান দিতেন। হাফেজ (র.) 'দিরায়া'য় বলেছেন, 'এর সনদ সহিহ।' –আছারুস সুনান : ৫৬, ابواب الاذان، باب ماجاء في اذان الفجر قبل طلوعه ـ

২১

(রা.)-কে রাতের আজানের জন্য নিয়োগ করলেন। পক্ষান্তরে হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) যেহেতু অন্ধ ছিলেন এজন্য তিনি নিজে দেখে ফজরের আজান দিতেন না বরং যখন লোকজন তাঁকে সকাল হওয়ার সংবাদ দিতেন তখন আজান দিতেন। এ জন্য বোখারির[১] বর্ণনায় রয়েছে,

وكان رجلا اعمى لا ينادى حتى يقال له اصبحت اصبحت .

'তিনি অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ততোক্ষণ পর্যন্ত তিনি আজান দিতেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে 'সকাল হয়েছে, সকাল হয়েছে' না বলা হতো।'

মোটকথা, এ পরিবর্তনের পর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি বলেছেন,

ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمع تأذين ابن ام مكتوم .

এ অনুচ্ছেদের বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের সবচেয়ে সুন্দরতম পন্থা এটাই।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হলো, ফজরের আজান ফজরের আগে দেওয়া যায় কী না? এ সম্পর্কে ইমামত্রয় ইমাম আবু ইউসুফ, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের মাজহাব হলো ফজরের আজান ওয়াক্ত আসার পূর্বে দেওয়া যায় এবং এমতাবস্থায় এর পুনরাবৃত্তিও ওয়াজিব নয়। তবে এটা শুধু ফজরের বৈশিষ্ট্য। অন্য কোনো নামাযে এমন হতে পারে না। কিন্তু ইমাম আজম, ইমাম মুহাম্মদ, সুফিয়ান সাওরির মাজহাব হলো, ফজরের আজানের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে অবৈধ। যদি দেওয়া হয় তাহলে তা পুনরায় দেওয়া ওয়াজিব।

আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসটি দ্বারা ইমামত্রয় প্রমাণ পেশ করেন, যাতে হজরত বিলাল (রা.) কর্তৃক রাত্রে আজান দেওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, তাঁদের এ প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ হয় না। কেনোনা, তাঁদের এ প্রমাণ তখন সঠিক হতো যখন রাসূল ﷺ-এর জামানায় রাতের আজানের ওপর ক্ষান্ত করা হতো, এটাকেই যথেষ্ট মনে করা হতো। অথচ যেসব বর্ণনায় রাতে আজান দেওয়ার কথা বর্ণিত আছে সেগুলোতে এটাও আছে যে, দ্বিতীয় আজান দেওয়া হয়েছে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার পর।

হানাফিদের প্রমাণাদি নিম্নেযুক্ত

১. আবু দাউদে হজরত বিলাল (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا و مد يديه عرضا [২].

'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন, তোমার সামনে ফজর এভাবে স্পষ্ট হওয়া ব্যতীত আজান দিয়ো না। তিনি দুহস্ত প্রস্থে লম্বা করে বিষয়টি বুঝিয়েছেন।'

আর বায়হাকির বর্ণনায়– যেটির রাবিগণ সেকাহ– শব্দগুলো নিম্নেযুক্ত,

---

টীকা- ১. ১/৮৬ كتاب الاذان، باب اذان الاعمى اذا كان له من يخبره

টীকা- ২. ১/৭৯ باب فى الاذان قبل دخول الوقت ইমাম আবু দাউদ (র.) ওপরোক্ত হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, শাদ্দাদ বিলালকে পাননি। বজলুল মজহুদ গ্রন্থকার আল্লামা সাহারানপুরি (র.) বলেন, গ্রন্থকার এ হাদিসটির জয়িফতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন মুনকাতে' ও মুরসাল হওয়ার কারণে। ওলামায়ে কেরাম শাদ্দাদের হাদিস রদ করা ও বিলাল থেকে তা গ্রহণ করার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে ব্যাপক আকারে গ্রহণযোগ্য। জমহুর নীরবতা অবলম্বনের পক্ষে। বিস্তারিত মাজহাবের বিবরণ 'নুখবাতে'দ্রষ্টব্য। শাদ্দাদ সম্পর্কে হাফেজ (র.) বলেন, ইনি ইয়াজ আল জাজরির আজাদকৃত দাস এবং তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। বিলাল থেকে মুরসালরূপে হাদিস বর্ণনা করেন। চতুর্থ শ্রেণির রাবি। (বজলুল মাজহুদ ও আবু দাউদের টীকাগুলো থেকে চয়নকৃত।)

انه صلى الله عليه وسلم قال يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر [১]۔

'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলাল! ফজর হওয়ার আগে তুমি আজান দিয়ো না।'

২. তাহাবিতে[২] হজরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)-এর বর্ণনায় রয়েছে,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اذن المؤذن بالفجر قام فصلى ركعتى الفجر ثم خرج الى المسجد وحرم الطعام وكان لا يؤذن حتى يصبح ۔

'মুয়াজজিন ফজরের আজান দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দু'রাকাত পড়তেন। তারপর মসজিদের দিকে বেরিয়ে যেতেন। খানা নিষিদ্ধ করতেন। আর মুয়াজজিন সকাল হওয়ার আগে আজান দিতেন না।'

৩. 'আত-তামহিদ' নামক গ্রন্থে হাফেজ ইবনে আব্দুল বার (র.) হজরত আয়েশা (রা.)-এর হাদিস বর্ণনা করেছেন,

قالت ما كانوا يؤذنون حتى ينفجر الفجر ۔ 'তিনি বলেছেন, তারা ফজর স্পষ্ট হওয়ার আগে তাঁরা আজান দিতেন না।'

এ হাদিসটি ইমাম ইবনে আবু শায়বাও[৩] বর্ণনা করেছেন।[৪] আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদিস,

ان بلالا اذن بليل فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان ينادى ان العبد قد نام ۔

ইমাম তিরমিযী ব্যতিত এ বর্ণনাটি ইমাম আবু দাউদ[৫] তাহাবি[৬] দারাকুতনি[৭] প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ 'সুনানে বায়হাকি'তে আছে,

عن ابن عمر (رضـ) ان بلالا اذن قبل الفجر فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك فقال استيقظت وانا وسنان فظننت ان الفجر طلع فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان ينادى بالمدينة ثلاثا ان العبد قد نام ثم اقعده الى جنبه حتى طلع الفجر ۔

-(قال النيموى اسناد حسن) [৮]

'হজরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত যে, ফজরের আগে বিলাল (রা.) আজান দিয়েছিলেন। তখন নবী করিম ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি এটা কেনো করলে? জবাবে তিনি বললেন, চোখে নিদ্রা অবস্থায় আমি সজাগ হয়ে

টীকা- ১. ই'লাউস্ সুনান : ২য় খণ্ড باب ان لا يؤذن قبل الفجر

টীকা- ২. শরহে মা'আনিল আছার : ১ম খণ্ড باب التأذين للفجر اى وقت هو । আল্লামা নিমবি (র.) 'আছারুস্ সুনানে' : ৫৮-৫৯ باب ماجاء فى اذان الفجر قبل طلوعه তে এ হাদিসটি বর্ণনা করার পর বলেন, এটি বর্ণনা করেছেন তাহাবি ও বায়হাকি। এর সনদ উত্তম।

টীকা- ৩. মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ১ম খণ্ড, باب من كره ان يؤذن المؤذن قبل الفجر

টীকা- ৪. আবুশ শায়খ (র.) ও এটি كتاب الاذان -এ উল্লেখ করেছেন। হাফেজ (র.) দিরায়াতে উল্লেখ করেছেন। এর সম্বোধন করেছেন আবুশ শায়খের দিকে كتاب الاذان এ এবং সনদ সহিহ বলে মন্তব্য করেছেন। ইবনুত তারকুমানি (র.) 'আল-জাওহারুন্ নাকি'তে বলেছেন, এর সনদ সহিহ। – আছারুস্ সুনান

টীকা- ৫. সুনানে আবু দাউদ : ১/৭৯ باب فى الاذان قبل دخول الوقت

টীকা- ৬. শরহে মা'আনিল আছার : খণ্ড ১ باب التأذين للفجر اى وقت هو بعد طلوع الفجر او قبل ذالك

টীকা- ৭. সুনানে দারাকুতনি : ১/৯১.

টীকা- ৮. আছারুস্ সুনান : ৫৮, باب ماجاء فى اذان الفجر قبل طلوعه

{ইমাম আবি শায়বা (রঃ), - ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এর উস্তাদ ছিলেন।}

গেছি। মনে করেছি ফজর উদয় হয়ে গেছে। তখন নবী করিম ﷺ তাঁকে নির্দেশ দিলেন, মদিনাতে তিনবার এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য যে, বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তারপর তাঁকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত তার পাশে বসিয়ে রেখেছিলেন।'

হানাফিদের মাজহাবের স্বপক্ষে এ বর্ণনাটি স্পষ্ট যে, রাতের আজান যথেষ্ট নয়। কিন্তু ইমাম তিরমিযী (র.) এ বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, هذا حديث غير محفوظ।

এজন্য ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদিসটির ওপর দুটি প্রশ্ন করেছেন।

প্রথম প্রশ্ন : এ হাদিসটি হাম্মাদ ইবনে সালামা বর্ণনা করেছেন একা। এ বিবরণে তাঁর ভুল হয়ে গেছে। মূলত হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর বর্ণনা ছিলো, হজরত উমর (রা.)-এর মুয়াজজিন মাসরূহ রাত্রি বেলা আজান দিয়েছিলেন। তখন হজরত উমর (রা.) তাকে পুনরায় আজান দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাম্মাদ ইবনে সালামার ভুল হয়ে গেছে। তিনি এ ঘটনা স্বয়ং রাসূল ﷺ এবং হজরত বিলালের মধ্যকার বলে বর্ণনা করেছেন।

তবে এর জবাব হলো, হাম্মাদ ইবনে সালামা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তিনি যদি একা কিছু বর্ণনা করেন তবে এটা ক্ষতিকর নয়। তাছাড়া বস্তুত বিবরণে তিনি একাও নন। কেনোনা, দারাকুতনিতে সায়িদ ইবনে জিরবি হাম্মাদ ইবনে সালামার মুতাবা'আত করেছেন। তাছাড়া ইমাম দারাকুতনি (র.) আরেকটি সূত্র উল্লেখ করেছেন যাতে কাজি ইমাম আবু ইউসুফ (র.)[১] সায়িদ ইবনে আবু আরূবা-কাতাদা-আনাস (রা.) সূত্রে হাম্মাদ ইবনে সালামার মুতাবা'আত করেছেন। কাজেই এ বর্ণনায় হাম্মাদ একা এ দাবী করা কতোটুকু ঠিক হবে![২]

অবশিষ্ট আছে, ইমাম তিরমিযী (র.) কর্তৃক হাম্মাদ ইবনে সালামার ওপর ভুলের আপত্তি। আসলে এটা গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এটা প্রমাণবিহীন শুধু দাবি। কারণ, হাম্মাদ ইবনে সালামা নির্ভরযোগ্য রাবি এবং মুসলিমের রাবিদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর প্রতি প্রমাণবিহীন ভ্রমের সম্বোধন করা কিভাবে সঠিক হতে পারে? বাস্তবতা হলো, হজরত বিলাল (রা.)-এর ঘটনাকে হজরত উমর (রা.)-এর মুয়াজজিন মাসরূহ-এর ঘটনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা কোনোক্রমেই ঠিক নয়। কেনোনা, এ দু'টি ভিন্ন ঘটনা।[৩]

হজরত বিলাল (রা.)-এর এ ঘটনার ওপর ইমাম তিরমিযী (র.) দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, হজরত ইবনে উমর (রা.)-এর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে (এ অনুচ্ছেদের প্রথম হাদিসে) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এরশাদ করেছেন যে, ان بلالا يؤذن بليل। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব! যে, তিনি হজরত বিলাল (রা.)-কে রাত্রে আজান দেওয়ার কারণে সাজা দিবেন?

০ এর বিস্তারিত জবাব পেছনে গেছে যে, এ দুটি ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের। শাস্তির ঘটনা প্রথমদিকের, যখন হজরত বিলাল (রা.) ফজরের সময় আজান দিতেন। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসে সে সময়কার ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে যখন হজরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) ফজরের আজান দিতে শুরু করেছিলেন।

টীকা. ১. 'ই'লাউস্ সুনান' গ্রন্থকার আল্লামা উসমানি (র.) বলেছেন, আল্লামা তারকুমানি 'আল-জাওয়াহারুন্ নাকি'তে বলেছেন– আমি বলি, আবু ইউসুফ (র.)-কে ইমাম বায়হাকি (র.) باب المستحاضة تغتسل عنه اثر الدم -এর নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তিনি বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর নির্ভরযোগ্য সঙ্গীগণ হলেন, আবু ইউসুফ, বিচারপতি নির্ভরযোগ্য, আবু ইয়াজিদ নির্ভরযোগ্য, জুফার ইবনে হুজাইল নির্ভরযোগ্য, কাসিম ইবনে মা'ম নির্ভরযোগ্য। (ই'লাউস্ সুনান : ২য় খণ্ড, باب ان لا يؤذن قبل الفجر)

টীকা. ২. এর মুতাবি'আত ও শাওয়াহিদের জন্য দ্রষ্টব্য 'আছারুস্ সুনান' : ৫৬, باب ماجاء فى طلوع الفجر قبل طلوعه এমনভাবে তাঁর জারিক মুনকাতে' শাহেদ রয়েছে, 'ইসহাক ইবনে রাহওয়াইয়ের মতে তাঁর মুসনাদে আবু নসর সূত্রে।

তিনি বলেন, বিলাল (রা.) বললেন, আমি রাত্রে আজান দিয়েছি। তখন নবী কারিম ﷺ বললেন, তুমি তো মানুষের খাওয়া-দাওয়া ও পানে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করলে। যাও আবার উপরে আরোহণ করে ঘোষণা দাও, বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ফলে আমি গেলাম, আর আমি বলছিলাম, হায়! বিলালকে যদি তার মা জন্ম না দিতেন! তার কপালের ঘামে তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে গেছেন। তখন আমি তিনবার ঘোষণা দিলাম। তোমরা শুনে রেখো, বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। –আল-মাতালিবুল আলিয়া : ১/৬৪, হাদিস নং ২২৭

টীকা. ৩. আবু দাউদ : ১/৭৯, باب فى الاذان قبل دخول الوقت এর অধীনে এই উভয় ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা উল্লেখ রয়েছে। –সংকলক

২৪

আলোচ্য অনুচ্ছেদে হাদিস ان بلالا يؤذن بليل দ্বারা ইমামত্রয়ের প্রমাণ পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কেনোনা, তাঁরা গোটা হাদিস ভাণ্ডারে এমন কোনো একটি বর্ণনা পেশ করতে পারবেন না, যাতে শুধু রাতের আজান যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হচ্ছে যে, যার উৎস কোনো একটি স্পষ্ট বর্ণনাও নেই এতো বড় বড় ইমামগণ এমন একটি বিষয়ে কিভাবে একমত হয়ে গেলেন!

হানাফি মাজহাব এ বিষয়ে খুবই শক্তিশালী। কেনোনা, যৌক্তিকভাবেও এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, আজানের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল নামাজের ওয়াক্ত সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া। আর রাতে আজান দিলে ঘোষণা হয় না; বরং করা হয় বিভ্রান্ত।

প্রশ্ন : তৃতীয় আলোচ্য বিষয় হলো, রাসূল ﷺ-এর জামানায় রাত্রে আজান কেনো দেওয়া হতো?

জবাব : অনেকে এর জবাবে বলেছেন, এটি ছিলো তাহাজ্জুদের আজান। এ জবাব তাঁদের মাজহাব অনুযায়ী সঠিক হতে পারে, যারা তাহাজ্জুদের আজানকে বিধিবদ্ধ বলেন। কিন্তু অধিকাংশ হানাফি নফলের জন্য আজান বিধিবদ্ধ মানেন না। তাঁদের মতে এই জবাব সঠিক হবে না। ফলে, অধিকাংশ হানাফি এ জবাব দেন যে, দুই বার আজান শুধু রমজানে হতো। এর উদ্দেশ্য হতো সাহাবির জন্য জাগ্রত করা। এই জবাব গ্রহণ করেছেন শায়খ আনওয়ার (র.), তেমনিভাবে আল্লামা নিমবি (র.) ও আছারুস্ সুনানে এ জবাবটি পছন্দ করেছেন।[১]

এ জন্য আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদিসের বাক্য فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تاذين ابن مكتوم এ বিষয়টি প্রমাণ করেছে। তাছাড়া অন্য কোনো কোনো হাদিসে[২] এ বিষয়টির সুস্পষ্ট বিবরণও আছে, لينبه نائمكم।

প্রশ্ন : তারপরও অবশ্য একটি প্রশ্ন থেকে যায়। সেটি হচ্ছে তাহাবি[৩] ইত্যাদির বর্ণনায় হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত,

ولم يكن بينهما (اى بين الأذانين) الا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا .

'এ দুই আজানের মাঝে শুধু এতোটুকু সময়ের ব্যবধান হতো যে, একজন নীচু নামতেন আর একজন উপরে আরোহণ করতেন।'

যা দ্বারা বোঝা যায়, দু'আজানের মাঝে খুব কম সময় ব্যবধান হতো। কাজেই আজান একাধিক হওয়ার ও প্রথম আজান দ্বারা রোজাদারদের জাগ্রত করার হেকমত তখন স্পষ্ট হয় না।

জবাব : এর জবাবে আল্লামা নববির বক্তব্য দ্বারা পাওয়া যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, হজরত বিলাল (রা.) আজান দেওয়ার পর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বসে বসে দোয়া করতেন। তারপর যখন ফজর উদয় হওয়ার নিকটবর্তী হতো তখন সেখান থেকে নামতেন এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে জাগাতেন।

টীকা. ১. আল্লামা নিমবি (র.) বলেন, এসব বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ফজরের নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে এর জন্য আজান দেওয়া যাবে না। বাকি রইলো, ফজর উদয়ের পূর্বে বিলালের আজান। এটা ছিলো রমজানে ঘুমন্তদের জাগানোর জন্য আর ইবাদতে রতদের বাড়িতে প্রত্যাবর্তনের জন্য, এটা নামাজের জন্য ছিলো না। আর রমজানের বাইরে তা ছিলো ভুলবশত। কারণ, তিনি মনে করেছিলেন ফজর উদয় হয়েছে। والله اعلم بالصواب. باب ماجاء فى اذان الفجر قبل طلوعه، اثار السنن : ৫৭

টীকা. ২. আছারুস্ সুনান : ৫৫ باب ماجاء فى اذان الفجر قبل طلوعه
হজরত ইবনে মাসউদ (রা.) নবী কারিম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, বিলালের আজান যেনো তোমাদের কেউর সাহরিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। কারণ, সে রাত্রে আজান দেয়। যাতে তোমাদের তাহাজ্জুদগুজার ব্যক্তি ফিরে যেতে পারে এবং তোমাদের ঘুমন্ত ব্যক্তি সজাগ হতে পারে। নিমবি (র.) বলেন, শায়খ (র.) এ হাদিসটি ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।
ইমাম বোখারি (র.) এ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন সহিহ বোখারি : ১/৮৭, كتاب الاذان باب الاذان قبل الفجر এর অধীনে, আর ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন সহিহ মুসলিমে : ১/৩৫০ كتاب الصيام باب بيان ان الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر الخ

টীকা- ৩, ১/৬৮ باب التاذين للفجر اي وقت هو بعد طلوع الفجر او قبل ذلك

তারপর তিনি আজান দেওয়ার জন্য ওপরে আরোহণ করতেন। অতএব উভয়ের উঠা নামার মধ্যে যদিও বেশি ব্যবধান ছিলো না; কিন্তু উভয় আজানের মাঝে এতোটুকু ব্যবধান অবশ্যই ছিলো যে, তাতে সাহরি খাওয়া যায়। বিশেষতো সে লৌকিকতাশূন্য সহজ-সরল জীবনযাপনের সময় সাহরি খাওয়ার জন্য ব্যয় হতো না দীর্ঘ সময়।"

তিরমিজি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'দরসে তিরমিজি' র থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে গেলো যে, ফজরের ওয়াক্তের পূর্বে আযান দিলে পুনরায় সুবহে সাদিকের পর সে আযান দিতে হবে। এ বিষয়ে নিম্নে আরো কয়টি সহিহ হাদিস উল্লেখ করা হলো।

হাদিস নম্বর-৪

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড, باب فى الاذان قبل دخول الوقت (ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া) অনুচ্ছেদ, হাদিস নং-৫৩২, তাহাবী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৭৯৩, আহকামুল হাদিস, باب فى الاذان قبل دخول الوقت (ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া) অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা নম্বর-১৬৩ এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছেঃ-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اِنَّ بِلَالًا اَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّرْجِعَ فَيُنَادِيَ اَلَا اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ زَادَ مُوسٰى فَرَجَعَ فَنَادٰى اَلَا اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوٗدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ اَيُّوْبَ اِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ـ

"হযরত ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন হযরত বিলাল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ফজরের নামাজের আযান সোবহে সাদিকের পূর্বেই দিলেন। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি (বিলাল) তা (আজান) পুনরায় দিলেন। প্রকাশথাকে যে, বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঘুমের কারণে যথা সময়ে আযান দিতে সক্ষম হতেন না।

রাবি মুসার বর্ণনায় আরো আছে- অতঃপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পুনরায় আজান দিলেন, জেনে রাখ! মানুষেরা এ সময়ে। ঘুমে বিভোর থাকে।"

হাদিস নম্বর-৫

দরসে তিরমিজি প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নম্বর-৪৭৩, ইমাম বায়হাকী (রঃ) "বায়হাকী শরীফ" এর মধ্যেও উপরে উল্লিখিত হাদিসটির ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করেনঃ-

عن ابن عمر (رض) ان بلالا اذن قبل الفجر فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك فقال استيقظت وانا وسنان فظننت ان الفجر طلع فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان ينادى بالمدينة ثلاثا ان العبد قد نام ثم اقعده الى جنبه حتى طلع الفجر ۔

হযরত ইবনে উমর রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত যে, ফজরের আগে হযরত বিলাল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু আযান দিয়েছিলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তুমি এটা কেনো করলে? জবাবে তিনি বললেন, চোখে নিদ্রা অবস্থায় আমি সজাগ হয়ে গেছি। মনে করেছি ফজর উদয় হয়ে গেছে। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন, মদীনাতে তিন-বার এ ঘোষণা দেওয়ার জন্য যে, বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তারপর তাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত তিনার পাশে বসিয়ে রেখেছিলেন।
ইমাম বায়হাকী (রঃ) হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

হাদিস নম্বর-৬

আবু দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড,باب فى الاذان قبل دخول الوقت (ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া) অনুচ্ছেদ, হাদিস নং-৫৩৩, আহকামুল হাদিস, باب فى الاذان قبل دخول الوقت (ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়া) অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা নম্বর-১৬৪ এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছেঃ-

حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ اَنَا نَافِعٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوْحٌ اَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَاَمَرَهُ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ۔ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ اَوْ غَيْرِهٖ اَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوْحٌ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُوْدٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ ذَاكَ ۔

"হজরত আইউব ইবনে মানসুর (রাঃ)............হজরত উমার (রাঃ)-এর মুআযযিন মাসরূহ (রাঃ) হতে বর্নিত। তিনি সুবহে সাদিকের পুর্বে আযান দিলে হজরত উমার (রাঃ) তাকে পুনরায় আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। ইমান আবু দাউদ (রঃ) বলেন,

হাম্মাদ ইবনে যায়েদ হতেও এই হাদিস বর্ণিত হয়েছে।
ইমাম আবু দাউদ (রঃ) আরো বলেন, আদ-দারাওয়ার্দী (রঃ) উবায়দুল্লাহ হতে, তিনি নাফে হতে, তিনি হজরত উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হজরত উমার (রাঃ)-এর মুআযযিন মাসউদ(রাঃ)""অতঃপর পূর্বোক্ত হাদিসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং এটা পূর্বোক্ত কথার তুলনায় অধিক সঠিক।"

এই হাদিসের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, হজরত উমার ফারুক রাদিআল্লাহু আনহুর মুআযযিন সুবহে সাদিকের পূর্বে আযান দিয়ে ভুল করেছিলেন । তাইতো ফারুকে আজম তাকে পুনরায় আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন।আর একথা মুআাযযিন নিজে বর্ণনা করেছেন। আর দেখুন ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এটাকে সঠিক (সহিহ) বলেছেন।

হাদিস নম্বর-৭

তাহাবী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৭৯৮ এ এসেছেঃ-

حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيْدٍ وَّقَالَ لَهُ رَجُلٌ اِنِّيْ اُوَذِّنُ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لِاَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ يَّقْرَعُ بَابَ السَّمَاءِ بِالنِّدَاءِ فَقَالَ سُفْيَانُ لاَ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ .

"হজরত ইবনে আবী ইমরান (রঃ)....... সুফিয়ান ইবনে সাঈদ (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাকে জনৈক ব্যক্তি বললঃ- আমি ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে আযান দেই, যেন আমি সর্ব প্রথম ব্যক্তি হই, যে আসমানের দরজায় কড়া নাড়বে। সুফিয়ান (রঃ) বললেন - না (এরূপ করবেনা) যতক্ষণ না ফজর উদ্ভাসিত হয়।"

হাদিস নম্বর-৮

তাহাবী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৭৯৯ এ বর্ণিত হয়েছেঃ-

حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ اَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ شَيَّعْنَا عَلْقَمَةَ اِلٰى مَكَّةَ فَخَرَجَ بِلَيْلٍ فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَقَالَ اَمَا هٰذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَو كَانَ نَائِمًا كَانَ خَيْرًا لَّهُ فَاِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ اَذَّنَ

"হজরত ফাহাদ (রঃ)...........ইবরাহিম (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একবার আমরা হজরত আলকামা (রাঃ)-কে মক্কা অভিমুখে বিদায় সম্বর্ধনা জানালাম।তিনি রাতে বের হলেন, তখন এক মুআযযিনকে রাতে আযান দিতে শোনেন। তিনি বললেন, এই (মুআযযিন) ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সুন্নাতের বিরোধিতা করেছে। সে যদি ঘুমিয়ে থাকতো, তার জন্য উত্তম হতো। যখন ফজর উদয় হতো তখন আযান দিত।"

এরপর ইমাম তাহাবী (রঃ) বলেন- " বস্তুত আলকামা (রাঃ) বলেন যে, ফজর বা সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার পুর্বে আযান দেওয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী গণের সুন্নাতের পরিপন্থী ও খেলাফ।"

——এ থেকে প্রমাণ হয়ে যায় যে, সুবহে সাদিকের পুর্বে আযান দেওয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সুন্নাতের খেলাফ ।

পবিত্র কোরআন শরীফের শ্রেষ্ঠ অনুবাদ আলা হজরতের "কানজুল ঈমান" পড়ুন।

অধ্যায় - ৫

ফিকহের আলোকে ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেওয়া জায়েজ নেই

১/"শরহে বেকায়া" প্রথম খন্ডের ৩০৫ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) - এর মতে, ফজরের নামাজের জন্য ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া যথেষ্ট নয়; বরং যদি ওয়াক্তের পূর্বে কেউ আযান দেয় তবে ওয়াক্ত আসলে আবার আযান দিতে হবে।"

২/"আল হিদায়া" প্রথম খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা, বাবুল আযান অধ্যায়ে এসেছেঃ-

"সময় হওয়ার পূর্বে কোন নামাজের আযান দেওয়া বৈধ নয়। ওয়াক্ত হওয়ার পর আবার দিতে হবে। কেননা, আযান দেওয়া হয় মানুষের অবগতির জন্য। অথচ সময়ের পূর্বে হলে সেটা হবে মানুষকে অজ্ঞতায় ফেলার মধ্যে শামিল।"

৩/"আশরাফুল হিদায়া" প্রথম খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা, বাবুল আযান অধ্যায়ে রয়েছেঃ-

"সময় হওয়ার পূর্বে কোনো নামাজের আযান দেওয়া বৈধ নয়, এরূপ করলে সময় হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে।"

৪/"ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী" প্রথম খন্ড, ১৪৯ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট ফজরের সালাতেও ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া জায়েজ নেই । ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দিলে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় আযান দিতে হবে। এর উপরই ফাতওয়া।"

৫/"আদিল্লাতুল হানাফিয়াহ" ১৬১ পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ রয়েছেঃ-

"ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) প্রমুখের মতে ফজরের আজান ওয়াক্তের আগে দেয়া হলে তা যথেষ্ট হবে না, পুনরায় আযান দিতে হবে।"

৬/"আল-মিসবাহুন নুরী শরহে মুখতাসারুল কুদুরী" কিতাবের ৬৪ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দেবে না।"

৭/"তাসহীলুল হাকায়িক" কিতাবের ৯৩ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

" নামাজের সময় প্রবেশ করার পূর্বে আগত নামাজের জন্য আযান দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ওয়াক্ত প্রবেশ করার পর পুনরায় আযান দিতে হবে। কেননা আযানের মূল উদ্দেশ্য পাওয়া যায় না। তথা মানুষকে নামাজের ওয়াক্ত হয়েছে এ সংবাদ দেয়া হল আযান, আর এ আযান ওয়াক্ত প্রবেশের পূর্বে দিলে সংবাদটি সঠিক হল না।"

৮/"ইসলামী ফিকাহ" প্রথম খন্ড, ৯০৭ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ-

"আযান শুদ্ধ হওয়ার শর্তঃ- নির্দিষ্ট সময় হওয়ার পর আযান দিতে হবে।"

৯/"দরসে তিরমিজি" প্রথম খন্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

" ইমাম আজম (রঃ) ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) এর মাযহাব হলো, ফজরের আযান ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে অবৈধ, যদি দেওয়া হয় তাহলে তা পুনরায় দেওয়া ওয়াজিব।"

১০/" আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ" দ্বিতীয় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

" ইমাম আজম (রঃ) ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রঃ) এর প্রমুখ্যের মতে ফজরের আযান সময় আসার পূর্বে দেওয়া জায়েজ নেই । যদি সময় আসার পূর্বে আযান দেওয়া হয়, তবে আজান পুনরায় দেওয়া আবশ্যক হবে। সুতরাং হানাফীদের মতে সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া কোনো মতেই জায়েজ নেই।"

১১/" আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ" দ্বিতীয় খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠার মধ্যে এসেছেঃ-

" আযান অনুমোদিত হয়েছে সময় হওয়ার অবগতি প্রদানের জন্য, যেমন আজান শুরুর ইতিহাস হতে বুঝা যায় । অতএব সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেওয়ার দ্বারা মিথ্যা অবগতি দেওয়া সাব্যস্ত হয়।"

১২/ ভারত বিখ্যাত ফাতাওয়ার কিতাব "বাহারে শরীয়ত" তৃতীয় খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ-

" ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দিবে, ওয়াক্তের পূর্বে শুরু করা আযানের প্রাক্কালে ওয়াক্ত হলেও আজান পুনরায় দিতে হবে।"

১৩/"আনওয়ারে শরীয়ত" ২৪ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"যখন নামাযের সময় হইয়া যাইবে, তখন আজান দেওয়া উচিত। সময়ের পূর্বে জায়েজ নয়। যদি সময়ের পূর্বে দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে সময় হইবার পর পুনরায় দিতে হইবে।

১৪/"কানুনে শরীয়ত" প্রথম খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠার মধ্যে, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, কাজী খান, হেদায়া, নিহায়া, শরহে বেকায়া কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা রয়েছেঃ-

"ওয়াক্ত হওয়ার পর যেন আযান দেওয়া হয়। যদি ওয়াক্ত হওয়ার আগে (আযান) দেওয়া হয়, তাহলে ওয়াক্ত হওয়ার পর পুনরায় (আযান) দিতে হবে।"

১৫/"সুন্নী তোহফা" ৩২ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"যে কোন নামাজের আযান ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর দিতে হবে। যদি ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া হয়, এমনকি শুধু মাত্র 'আল্লাহু আকবার' ওয়াক্তের পূর্বে বলে এবং বাকি অংশ ওয়াক্তের পরে বলে, তাহলেও আযান হবে না।"

এই একই ফতোয়া হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিকহের কিতাব "দুররে মুখতার" প্রথম খন্ড, বাবুল আযান, ৬২ পৃষ্ঠায়েও এসেছে।

হানাফী মাযহাব মতে, ওয়াক্তের পূর্বে শুধু মাত্র 'আল্লাহু আকবার' বললেও আযান পুনরায় দোহরাতে হবে বা দেওয়া লাগবে।

১৬/ আমাদের এখানকার প্রায় সকলের ঘরে থাকা "মাকছুদুল মোমেনীন" কিতাবের ৮৫ পৃষ্ঠাটি খুলে দেখুনঃ-

"নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে আযান দিলে তা (আযান) শুদ্ধ হবে না।"

১৭/"জান্নাতী জেওর" দ্বিতীয় খন্ড, ৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ-

"সময় হইবার পর আযান দিতে হইবে।যদি সময়ের পূর্বে আযান দেওয়া হয় তাহা হইলে সময় হইবার পর পুনরায় আযান দিতে হইইবে।"

আমাদের হানাফী মাযহাবের যিকোনো ফিকাহ্ বা ফতোয়ার কিতাবে দেখতে পারেন। প্রত্যেকটি কিতাবের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, - ওয়াক্তের পূর্বে আযান দিলে পুনরায় আযান দিতে হবে। এটাই হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধ ফতোয়া।

এখন আমরা নিজেদেরকে হানাফী বলে দাবি করি, কিন্তু ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ) এবং হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মাসআলা ও হানাফী ফিকাহ মানতে চাই না এটা কিরকম কথা। পাঠকবর্গ একটু নিজেরাই চিন্তা করে দেখুনতো।

এখন যিনারা নামাযের ওয়াক্তের বা সময়ের পূর্বে আযান দিয়ে থাকে, তিনাদের ব্যাপারে "আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ" দ্বিতীয় খন্ডের ১২৭ পৃষ্ঠায় সাহাবী রাদি আল্লাহু তা'আলা আনহুর ছাত্র হযরত হাসান বসরী (রঃ) - এর (২২-১১০ হিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ-

"হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি যখন সময়ের পূর্বে আযান শুনতেন তখন বলতেন, যদি এদেরকে হযরত উমার ফারুক রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহু পেতেন তাহলে তাদেরকে শাস্তি দিতেন।"

১৮/"মিরআতুল মানাজীহ" প্রথম খন্ড, ৪৮২ পৃষ্ঠায় হাকীমুল উম্মাত হজরত আল্লামা আহমাদ ইয়ার খান নঈমী (রঃ) উল্লেখ করেনঃ-

"ফজর কিংবা অন্য কোনো নামাজের আযান যদি সময়ের পূর্বে হয়ে যায়, তবে সময় হলে পুনরায় তা (আযান) বলতে (দিতে) হবে।"

মহান আল্লাহ পাক যেন সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

অধ্যায় - ৬

মনে একটি প্রশ্ন জাগে

ফজরের নামাজের সময় শুরু হয় সুবহে সাদিকের পর থেকে। কিন্তু আমাদের এখানে মাহে রমজানে সুবহে সাদিকের পূর্বেই ফজরের আযান দেয়া হয় । তো এখন সাধারণ মুসলমান ভাইদের মনে এই প্রশ্নটির উদয় হতেই পারে যে, সেই আযানের পর অর্থাৎ সুবহে সাদিকের পুর্বে যদি ফজরের নামাজ পড়ে নেয়া হয় তাহলে কি নামাজ হবে?

আসুন তাহলে ফিকহের আলোকে দেখা যাক।

উত্তরঃ- এর জবাবে বলবো, যেহেতু ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় সুবহে সাদিকের পর থেকে তাহলে কেমন করে ফজরের নামাজ পড়লেন, নামাজের তো সময়েই হয়নি তাহলে কেমন করে সে নামাজ হবে । নিশ্চয় সে নামাজ হবেনা।

দলিল নম্বর-১

"বাহারে শরীয়ত" তৃতীয় খন্ড, ১৪৪ পৃষ্ঠা, "আদিল্লাতুল হানাফিয়াহ" ১৮৬ পৃষ্ঠা, "কানুনে শরীয়ত" প্রথম খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা, "সুন্নী তোহফা" ১৮ পৃষ্ঠা, "ইসলামী ফিকাহ" প্রথম খন্ড, ৯১৯ পৃষ্ঠা, "আল ফিকহুল মুয়াসসার" ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে উল্লেখ রয়েছেঃ-

"নামাজ পড়ার জন্য বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত ছয়টিঃ- (১)শরীরের পাক বা পবিত্রতা অর্জন (২)কাপড় পাক (৩) ছতর ঢাকা (৪)কিবলা মুখী হওয়া (৫)ওয়াক্ত হওয়া (৬)নিয়ত করা এবং তাকবীর তাহরীমা বলা।"

এই ছয়টি শর্তের একটিও যদি না পাওয়া যায় তাহলে নামাজ পড়া যাবেনা। এই শর্তগুলোর মধ্যে " ওয়াক্ত " -ও একটি শর্ত। তাই ওয়াক্ত না হলে নামাজ পড়লে নামাজ শুদ্ধ হবে না।

"জান্নাতী জেওর" ২য় খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠায় হজরত আব্দুল মুস্তফা (রঃ) লিখেন- শীতকালে সূর্য উদয় হইবার প্রায় ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট পূর্বে এবং গরমকালে ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট পূর্বে সুবহে সাদিক আরম্ভ হয়।"

দলিল নম্বর-২

ভারত বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব "বাহারে শরীয়ত" তৃতীয় খন্ড, ১২৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ-

"ধারণা ছিল, এখনও সময় (ওয়াক্ত) হয়নি, নামাজ পড়ে নিল, নামাজের পর অবগত হল, ওয়াক্ত হয়েছে (অর্থাৎ - ওয়াক্তের পূর্বে নামাজ পড়ার পর অবগত হল, ওয়াক্ত হয়েছে) তাহলে নামাজ হয়নি, পুনরায় (নামাজ) পড়তে হবে।"

দলিল নম্বর-৩

"আনওয়ারে শরীয়ত"-এর ৩৪ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"সময়ের পূর্বে নামাজ পড়িলে, নামাজ হইবে না।"

দলিল নম্বর-৪

"সুন্নী তোহফা" কিতাবের ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

"প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়-সীমা আছে। নির্ধারিত সময়ের আগে (নামাজ) পড়লে নামাজ বাতিল হবে।"

ফিকহের থেকেও প্রমাণ হয়ে গেল যে, ওয়াক্তের পূর্বে যদি কেও নামাজ পড়ে নেয়, তাহলে তার নামাজ বাতিল হয়ে যাবে। বরং পুনরায় সে নামাজ আদায় করতে হবে। কিন্তু আমাদের এখানকার কিছু ভাইয়েরা পবিত্র মাহে রমজানে ফজরের পূর্বেই আযান দিয়ে দেয়। যার কারণে সাধারণ মুসলমান ভাইয়েরা ফজরের ওয়াক্তের আগেই নামাজ পড়ে নেয়, কিন্তু তিনাদের নামাজ তো আদায় হচ্ছেনা। এর দায় কে নেবে। বড়ই চিন্তার বিষয়?

অধ্যায়-৭

পবিত্র কোরআন শরীফে সাহরীর সময়

শরীয়তের পরিভাষায় সঠিক আকিদার ঈমানদার মুসলমান সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সকল প্রকার পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা। রোযা ফরজে আইন। এর ফরজ হওয়ার অস্বীকার কারী কাফির। বিনা কারণে রোযা পরিত্যাগ কারী কঠিন গোনাহগার এবং জাহান্নামের আযাবের উপযুক্ত।

উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর রোযা ফরজ করা হয়েছে সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াত দ্বারা-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।"

রোযার সময় সম্পর্কে আমার আল্লাহ পাক সূরা বাকারার ১৮৭ নম্বর আয়াতে বলেন-

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ

"আর তোমরা আহার কর ও পান কর, যতক্ষণ না রাতের কালো রেখা হতে ঊষার সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রকাশিত না হয়। অতঃপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।"

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, সাহরী সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত খাওয়া যাবে এবং রাত অর্থাৎ মাগরিবের আযান পর্যন্ত রোযা রাখতে হবে।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসীর-ই-আহমদী' এবং 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' -এর ৬৯ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"রাত-কে কৃষ্ণ রেখা ও সুবহে সাদিক-কে শুভ্র (সাদা) রেখার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অর্থ এই যে, তোমাদের জন্য পানাহার করা রমজানের রাতগুলোতে মাগরিব থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত বৈধ করা হয়েছে।"

**মাহে রমজানের রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরজ হয়।

আমাদের সকলের পরিচিত এবং দেওবন্দী-ওয়াহাবীদের মাদ্রাসা গুলোতেও যে তাফসীরটি পড়ানো হয়। সেই 'তাফসীরে জালালাইন' শরীফের প্রথম খন্ডের ৪১৬ পৃষ্ঠায় এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا اللَّيْلَ كُلَّهُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ يَظْهَرَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

অর্থাৎ - "সারা রাত্র তোমরা আহার কর, পান কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হ'তে ফজরের সুবহে সাদিক বা আসল ঊষার শুভ্র রেখা স্পষ্ট রূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয় বা সুস্পষ্ট না হয়।"

'তাফসীরে জালালাইন' প্রথম খন্ডের ৪১৭ পৃষ্ঠার মধ্যে ইমাম জালালুদ্দিন (রঃ) বলেনঃ-

قَوْلُهُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

অর্থাৎ - "সুবহে সাদিক উদিত হওয়া পর্যন্ত পানাহার ও সহবাসের অনুমতি রয়েছে।"

'তাফসীরে তাবারী শরীফ' তৃতীয় খন্ড, ২৫৫ - ২৫৬ পৃষ্ঠায় এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী (রঃ)[১] লিখেছেনঃ-

"হজরত কাতদা (রঃ) থেকে বর্ণিত, আয়াতে এদুটি চিহ্ন শরীয়তের সুস্পষ্ট সীমা। কাজেই রিয়াকারী বা কম আকল মুয়াযযিনের আযান তোমাদেরকে যেন সাহরী খাওয়াতে বিরত না করে। তারা তো রাতে কিছু একটু ঘুমিয়েই আযান দিয়ে বসে। সাহরীর সময় ঈষৎ শুভ্র একটি আভা প্রতিয়মান হয়, তা হলো সুবহে কাযিব - 'অপ্রকৃত ভোর'। আরবরা তাকে এ নামেই অভিহিত করত। তা যেন তোমাদেরকে সাহরী গ্রহণে বিরত না রাখে। কারণ, ভোর তো হলো দিকচক্রবালে আড়া-আড়ি ভাবে একটি সুস্পষ্ট আলোর রেখা (সুবহে সাদিক)। ভোর সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত পানাহার করো। যখন তা স্পষ্ট দেখবে, তখন বিরত হবে।"

তাফসীরে তাবারী শরীফের তৃতীয় খন্ডের ২৬২-২৬৩ পৃষ্ঠায় আরো এসেছেঃ-

"হজরত ইবনে যায়েদ (রঃ) থেকে, মহান আল্লাহর বাণী من الفجر সম্পর্কে বর্ণিত এর ব্যাখ্যা হলো, ذالك الخيط الابيض هو من الفجر نسبة اليه অর্থাৎ - ঐ সাদা রেখাটি সুবহে

(১) আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী (রঃ) (জন্ম-২২৫ হিজরী, মৃত্যু-৩১০ হিজরী)

সাদিক হওয়ার কারণেই উদ্ভাসিত হয়। তবে সাদা রেখাটি ফজরের সমুদয় ওয়াক্তের মাঝে পরিব্যাপ্ত নয়। বরং ঐ রেখাটি গগন কোনে উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথেই ফজরের নামাজের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে যায় এবং রোযাদার ব্যক্তির জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়।"

আয়াতটির ব্যাখ্যায় 'তাফসীরে আহসানুল বায়ান' -এর ৫২ নম্বর পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ-

"ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে একটি নির্দেশ এরকম ছিল যে, রোযার ইফতারি করার পর থেকে এশার নামাজ অথবা ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস করার অনুমতি ছিল। ঘুমিয়ে গেলে এগুলোর কোনটাই করা যেতনা। পরিষ্কার কথা যে, মুসলমানদের জন্য এই বাধ্য-বাধকতা বড়ই কঠিন ছিল এবং এর উপর আমলও (করাও) বড় কষ্টকর ছিল। মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতে এই দুটি নিষেধাজ্ঞাই উঠিয়ে নিয়ে ইফতারি থেকে ফজর উদয় হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার এবং স্ত্রীর সাথে যৌনক্ষুধা নিবারণের অনুমতি দান করলেন।"

'তাফসীরে ইবনে কাসীর' -এর ৫১৮ পৃষ্ঠায় এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ রয়েছেঃ-

"সহবাসের অনুমতির পর পানাহারের অনুমতি দেয়া হচ্ছে যে, সুবহে সাদিক পর্যন্ত এর অনুমতি রয়েছে।"

'তাফসীরে মাযহারী' প্রথম খন্ডের ৩৮২-৩৮৩ পৃষ্ঠায় কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রঃ) -এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেনঃ-

"এই বাক্যে উল্লিখিত الخيط الابيض অর্থ, দিবসের আলো এবং الخيط الاسود অর্থ, রাত্রির কৃষ্ণতা। ফজরের সূচনায় পুবের আকাশে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত দীর্ঘ একটি রেখা পরিদৃষ্ট হয়। ওই রেখাকে নির্দেশ করতেই এখানে 'খাইত' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। 'খাইতিল আবইয়াদ' ফজর (দিন) হলে 'খাইতিল আসওয়াদ' অর্থ, রাত্রি হওয়া আবশ্যম্ভাবী হয়। من الفجر 'মিনাল ফাজরি' বাক্যাংশটির মিন (من) অব্যয়টি আংশিক অবস্থাকে প্রকাশ করে। আর 'খাইতিল আবইয়াদ' ফজরের অবস্থা প্রকাশক। এখানে ফজর অর্থ ফজরের কিয়দাংশ। ফজর প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত —এরকম কথা এখানে বলা হয়নি। কারণ, ফজরের নূন্যতম চিহ্ন প্রকাশের সাথে সাথে পানাহার হারাম হয়ে যায়।"

হজরত পানিপথী (রঃ) ৩৮৫ পৃষ্ঠায় আরো বলেনঃ-

"সুবহে সাদিক থেকে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে পানাহার ও রতিকর্ম থেকে বিরত থাকার নাম রোযা। এখানে রোযার এই সংজ্ঞাটি স্পষ্টরূপে উদ্বৃত হয়েছে।"

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' -এর ১২২ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"যতক্ষণ পূর্ব দিগন্তে এবং পাহাড়ের চূড়া সমূহের উপর আলো ছড়িয়ে না পড়ে। আসলে আকাশে কোন শুভ্র সুতা দেখা যায় না, এটা সুবহে সাদিকের সময় উদীয়মান শুভ্র রেখা কে বুঝানো হয়েছে। এ সম্পর্কিত যে সব হাদিস পাওয়া যায় সেগুলোর মাধ্যমে আমরা বলতে পারি এই সময়টা হচ্ছে সূর্য উদয়ের কিছু সময় পূর্ব পর্যন্ত।"

এখন দেখুন, দেওবন্দের প্রসিদ্ধ আলেম মুফতি মুহাম্মদ শফীর "মা'আরেফুল কুরআন"। এই তাফসীরটি প্রত্যেক দেওবন্দী আলেমরাও পড়ে থাকে।

'তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন' প্রথম খন্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠায় এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ-

"খেতেও পার এবং পানও করতে পার সে সময় পর্যন্ত, যে পর্যন্ত না তোমাদের সামনে প্রভাতের সাদা রেখা স্পষ্ট হয়ে উঠবে কাল রেখা থেকে। অতঃপর রাত (আসা পর্যন্ত) রোযা পূর্ণ কর।

রাতের কাল রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠার অর্থ, সুবহে সাদিকের উদয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।"

— মুফতি মুহাম্মদ শফী দেওবন্দীও বলেছে, সাহরী খাওয়ার শেষ সময় সীমা সুবহে সাদিক পর্যন্ত।

এবার দেখুন, তাফসীর জগতের সম্রাট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর "তাফসীরে ইবনে আব্বাস" প্রথম খণ্ড, ৮৮ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেনঃ-

অর্থাৎ- "যতক্ষণ কাল রেখা থেকে সাদা রেখা স্পষ্ট রূপে তোমাদের. কাছে প্রতিভাত না হয় অর্থাৎ রাতের অন্ধকার থেকে ঊষার শুভ্রতা স্পষ্ট প্রকাশ না পায়।"

সাহাবী রাদিআল্লাহু আনহুর লিখিত তাফসীর থেকেও এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাহরী খাওয়ার শেষ সময় সুবহে সাদিক পর্যন্ত।

অধ্যায়-৮

পবিত্র হাদিস শরীফে সাহরীর সময়

হাদিস শরীফের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, সুবহে সাদিক থেকে রোযার সময় আরম্ভ হয়। এর প্রমাণ নিম্নে সহিহ হাদিস থেকে উল্লেখ করা হল।

হাদিস নম্বর-১

বুখারী শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং -১৭৯৬, মুসলিম শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৪০২, তাহাবী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং -২৯৩২, আল লু'লু ওয়াল মারজান, হাদিস নং -৬৬১ এর মধ্যে উল্লেখ রয়েছেঃ-

حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اُنْزِلَتْ : وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ وَلَمْ يَنْزِلْ مِنَ الْفَجْرِ فَكَانَ رِجَالٌ اِذَا اَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ اَحَدُهُمْ فِيْ رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْاَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْاَسْوَدَ وَلاَ يَزَالُ يَأْكُلُ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ بَعْدُ مِنَ الْفَجْرِ فَعَلِمُوْا اَنَّهُ اِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ·

হযরত সাঈদ ইবনে আবু মারইয়াম (রঃ).........সাহল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াত নাযিল হল :- 'তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ কাল রেখা হতে সাদা রেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।' من الفجر (মিনাল ফাজরি) কথাটি নাযিল হয়নি। তখন রোযা পালন করতে ইচ্ছুক লোকেরা নিজেদের দুই পায়ে একটি কালো এবং একটি সাদা সুতা বেধে নিতেন এবং সাদা-কালো এই দুটির মধ্যে পার্থক্য না দেখা পর্যন্ত তারা পানাহার (সাহরী) করতে থাকতেন। এরপর আল্লাহ তাআলা من الفجر (মিনাল ফাজরি) শব্দটি নাযিল করলে সকলেই বুঝতে পারলেন যে, এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাত এবং দিন (সুবহে সাদিক)।

(হাদিসের ভাষা বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।)

এরপর দেখুন ইমাম মুসলিম (রঃ) 'মুসলিম শরীফ' এর তৃতীয় খন্ডের কিতাবুস সিয়াম অধ্যায়ে একটি অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন-

بَابُ بَيَانِ اَنَّ الدُّخُوْلَ فِيْ الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ وَاَنَّ لَهُ الاَكلُ وَغَيْرَهُ حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرُ وَبَيَانِ صِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِىْ تَتَعَلَّقُ بِهِ الْاَحْكَامِ مِنَ الدُّخُوْلِ فِى الصَّوْمِ وَدُخُوْلِ وَقْتِ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

অর্থাৎ:-"সুবহে সাদিকের পূর্বে পানাহার করা বৈধ। তবে সুবহে সাদিকের সাথে সাথে সিয়াম (রোযা) আরম্ভ হয়ে যায়। কুরআন শরীফে বর্ণিত 'ফরজ' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সুবহে সাদিক'। এ সময় হতেই সিয়াম (রোযা) আরম্ভ হয় এবং ফজরের নামাজের সময় শুরু হয়। রোযার বিধি-বিধানের সাথে 'সুবহে কাযিব' এর কোনো সম্পর্ক নেই।"

ইমাম মুসলিম (রঃ) এই অনুচ্ছেদটি কায়েম করে সাহরীর আসল সময়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ-সুবহে সাদিক হতেই রোজা এবং ফজরের নামাজের ওয়াক্ত হয়। এরপর তিনি আরো বলেন- রোজার বিধানের সাথে 'সুবহে কাযিবের কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ-সুবহে সাদিক - ই হচ্ছে সাহরী খাওয়ার শেষ সময়।

ইমাম মুসলিম (রঃ) এই অনুচ্ছেদে বহু কয়েকটি হাদীস তুলে ধরেছেন। তার মধ্যে প্রথম হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা হলো।

হাদিস নম্বর-২

মুসলিম শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৪০০, আল লু'লু ওয়াল মারজান হাদিস নং-৬৬০, এবং তাহাবী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৯২৯, ২৯৩০ ও ২৯৩১ এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছেঃ-

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِى عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ "حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" قَالَ لَهُ عَدِىُّ بْنُ حَاتِمٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى اَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِى عِقَالَيْنِ عِقَالاً

اَبْيَضَ وَعِقَالاً اَسْوَدَ اَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ وِسَادَتَكَ لَعَرِيْضٌ اِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ـ

হযরত আবু বকর ইবনে আবী শাইবা (রঃ)............. আদী ইবনে হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন:-"তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণ রেখা হতে উষার শুভ্র রেখা সুস্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়।" নাযিল হল, তখন আদী(রাঃ) বললেন হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি আমার বালিশের নিচে একটি কালো ও একটি সাদা রঙের রশি রেখে দিয়েছি। এগুলোর দ্বারা আমি রাত্র ও দিনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে থাকি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার বালিশ তো খুব চওড়া। এতো রাতের অন্ধকার এবং ভোরের আলো।

— এ হাদীসটি আবু দাউদ শরীফের দ্বিতীয় খন্ডের কিতাবুস সিয়াম বাবু ওয়াক্তিস সাহরী (সাহরী সময়) অধ্যায়ের হাদিস নম্বর-২৩৪১ -এর মধ্যেও বর্ণিত হয়েছে।

—উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করার পর ইমাম তাহাবী (রঃ), "তাহাবী শরীফ" এর দ্বিতীয় খন্ডের ৪১০ পৃষ্ঠায় বলেন - "সুতরাং আয়াতের হুকুম হলো:- তারা পানাহার করবে যতক্ষণ না তাদের জন্য ঊষার শুভ্রতা (সুবহে সাদিক) উদ্ভাসিত হয়।"

হাদিস নম্বর-৩

মুসলিম শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৪১২, আবু দাউদ শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৩৩৮, তিরমিজি শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-৭০৬, তাহক্বীক মিশকাতুল মাসাবিহ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৬৮১, তাফসীরে তাবারী তৃতীয় খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা এবং তাফসীরে মাযহারীর ৩৮৩ পৃষ্ঠায় হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছেঃ-

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ اَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ هٰذَا الْبَيَاضُ لِعَمُوْدِ الصُّبْحِ حَتّٰى يَسْتَطِيْرَ هٰكَذَا ۔

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ- তোমাদেরকে যেন সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে

বিলালের আযান ও দিগন্তবৃত্তে প্রকাশিত ভোরের আলো (সুবহে কাযিব) দিগন্তবৃত্তে উদ্ভাসিত বিস্তৃত আলো (সুবহে সাদিক) ব্যতিত।

(হাদিসের ভাষা মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত)

—— ইমাম তিরমিযি (রঃ) এই হাদীসটিকে হাসান, সহীহ বলেছেন।

হাদিস নম্বর-৪

বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-৫৯৪, মুসলিম শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৪০৮, আবু দাউদ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৩৩৯, মুসনাদে আহমদ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-২৮৪, নাসাঈ শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৬৪২, ইবনে মাজাহ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-১৬৯৬, তাহাবী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৭৯২, আল লু'লু ওয়াল মারজান হাদিস নং-৬৬৪-এর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ-

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ اَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَاِنَّهُ يُؤَذِّنُ اَوْ يُنَادِيْ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعِ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَلَيْسَ اَنْ يَقُوْلَ الْفَجْرُ اَوِ الصُّبْحُ وَقَالَ بِاَصَابِعِهِ وَرَفَعَهَا اِلٰى فَوْقٍ وَطَأْطَأَ اِلٰى اَسْفَلَ حَتّٰى يَقُوْلَ هٰكَذَا وَقَالَ زُهَيْرٌ بِسَبَّابَتَيْهِ اِحْدَاهُمَا فَوْقَ الْاُخْرٰى ثُمَّ مَدَّهَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ ۔

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ- বেলালের আযান যেন তোমাদের কাউকে সাহরী খাওয়া থেকে বিরত না রাখে। কেননা, সে থাকতে আযান দেয়া। যেন তোমাদের মধ্যে যারা তাহাজ্জুদ নামাজের রক্ত তারা ফিরে যায় আর যারা ঘুমন্ত তাদের জাগিয়ে দেয়। তারপর তিনি আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন- ফজর বা সুবহে সাদিক বলা যায় না, যখন এরূপ হয়। তিনি একবার আঙ্গুল উপরের দিকে উঠিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে ইশারা করলেন, যতক্ষণ না এরূপ হয়। বর্ণনাকারী যুহাইর (রাঃ) তার শাহাদাত আঙুলদয় একটি অপরটির ওপর রাখার পর ডানে ও বামে প্রসারিত করে দেখালেন।

(হাদিসের ভাষা বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)

—ইমাম তাহাবী (রঃ) "তাহাবী শরীফ" এর মধ্যে এই হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেনঃ- "হযরত বিলাল (রাঃ) এর আযান ছিল এজন্য যে ঘুমন্ত (লোকেরা) যেন জাগরিত হয় এবং অনুপস্থিত লোকেরা যাতে

ফিরে আসে (সাহরী খাওয়ার জন্য) এবং এটা নামাজের জন্য ছিল না।"

এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত বিল্লাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সুবহে কাযিবের সময় আযান দিতেন। কিন্তু সুবহে কাযিবের এই আযানে সাহরী খাওয়ার ব্যাপারে কোনো বাধা যায় না, যেটা আমার রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান মুবারক থেকে প্রমাণিত। কিন্তু সুবহে সাদিক অর্থাৎ পূর্বাকাশে উত্তর-দক্ষিণে আড়াআড়ি ভাবে বিস্তৃত হয়ে উঠা সাদা রেখায় সাহরী খাওয়ার ব্যাপারে বাধা দেয়। অর্থাৎ সুবহে সাদিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহরী খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

হাদিস নম্বর-৫

তিরমিযি শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-৭০৫, আবু দাউদ শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৩৪০, তাহাবী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৯৩৩ -এ হযরত কায়স ইবনে তালক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ-

حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا يَهِيْدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ
فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ.

হযরত কায়স ইবনে তালক (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ- তোমরা খাও এবং পান করো, আর তোমাদের যেন সুবহে কাযিবের উচ্চ লম্বা রেখা (যা পূর্ব হতে পশ্চিমে দৃশ্যমান) সাহরী খাওয়া হতে বিরত না রাখে। আর তোমরা ততক্ষণ পানাহার করো, যতক্ষণ না সুবহে সাদিকের লম্বা লাল আলোকরশ্মি (যা পূর্বাকাশে উত্তর-দক্ষিণে দৃশ্যমান) প্রকাশ পায়।

(হাদিসের ভাষা আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত)

—ইমাম তিরমিযি (রঃ) এই হাদীসটিকে হাসান ও গরিব বলেছেন। ইমাম তিরমিযি (রঃ) আরো বলেনঃ- "এ হাদীস মোতাবেক আলেমগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, রোযা পালনকারীর জন্য ফজরের লালচে আলো প্রস্থে বিস্তৃত অর্থাৎ সুবহে সাদিক না হওয়া পর্যন্ত পানাহার অবৈধ নয়। এটাই বেশিরভাগ আলিমের মত।"

এবার যে হাদীসটি উল্লেখ করবো, সে হাদিসটির দ্বারা সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে যাবে। কেউ যদি কাঠের চশমা লাগিয়েও দেখে, তবুও এ হাদীসটি সম্পর্কে কোনো বিপরীত মত প্রকাশ করতে পারবে না। ইনশাল্লাহ!!

হাদিস নম্বর-৬

বুখারী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-৫৯০, ৫৯৩, এবং বুখারী শরীফের তৃতীয় খন্ডের - বাবু কাউলি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামঃ লা ইয়ামনায়ান্নাকুম মিন শুহুরিকুম আযানু বিলালীহি (নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ বিলালের আযান যেন তোমাদের সাহরী থেকে বিরত না রাখে।) পরিচ্ছেদেও হাদীসটি এসেছে, হাদীস নং-১৭৯৭, মুসলিম শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৪০৩, ২৪০৪ এবং ২৪০৫, মিশকাত শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-২২৯, মুয়াত্তা ইমাম মালিক প্রথম খন্ডের ১২৭ পৃষ্ঠার রেওয়ায়েত নম্বর-১৪, মুসনাদে আহমদ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-২৮৫ এবং ২৮৬, নাসাঈ শরীফ প্রথম খন্ড, হাদীস নং-৬৩৮, তাহাবী শরীফ প্রথম খন্ড, হাদিস নং-৭৭৯, ৭৮১, ৭৮২ এবং ৭৮৩, আল-লুলু ওয়াল মারজান হাদিস নং-৬৬২, বুলুগুল মারাম হাদিস নং-১৮৯, তাহকীক মিশকাতুল মাসাবিহ হাদিস নং-৬৮০, আনওয়ারুল মিশকাত শরহে মিশকাতুল মাসাবিহ দ্বিতীয় খন্ড, হাদিস নং-৬২৯, এবং হাফিযুল হাদীস ইমাম নববী (রঃ) "রিয়াযুস স্বা-লিহীন" কিতাবের হাদীস নং-১২৩৯ এর মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّٰى يُنَادِيَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ ثُمَّ قَالَ وَكَانَ رَجُلاً اَعْمٰى لَايُنَادِيْ حَتّٰى يُقَالَ لَهُ اَصْبَحْتَ اَصْبَحْتَ ۔

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) তার পিতা অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ- বেলাল (রাঃ) থাকতেই আযান দেয়। কাজেই

ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) আযান না দেয়া পর্যন্ত তোমরা (সাহরীর) পানাহার করতে পার। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ইবনে উম্মে মাকতুম (রাঃ) ছিলেন অন্ধ। যতক্ষণ না তাকে বলে দেওয়া হতো যে, "ভোর হয়েছে, ভোর হয়েছে" ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।

(হাদিসের ভাষা বুখারী কর্তৃক বর্ণিত)

----তবে বুখারী শরীফের ১৭৯৭ এবং মুসলিম শরীফের ২৪০৫ নম্বর হাদিসে আরো রয়েছে যে,- "তাদের উভয়ের আযানের মাঝে এতটুকু ব্যবধান ছিল যে, উনি নামতেন আর ইনি চড়তেন।"

হাদিস শরিফের এই বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের দুজনের আযানের মাঝে কোনো সময়ের ব্যবধান ছিলনা।তাহলে কেমন করে দুজনে সুবহে কাযিব এবং সুবহে সাদিকের সময় আযান দিতেন। এর আসল বিষয়টি হাফিযুল হাদীস ইমাম নববী (রঃ) স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ইমাম নববী (রঃ) এ হাদীসের ব্যাখ্যায় "রিয়াযুস স্বা-লিহীন" কিতাবের ৫৫১ পৃষ্ঠায় বলেনঃ- "উনি নামতেন এবং ইনি চড়তেন এর অর্থ হলো- হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ফজরের পূর্বে (সাহরী খাওয়ার) আযান দিতেন। অতঃপর দুয়া ইত্যাদির মাধ্যমে অপেক্ষা করে ফজর উদয় হওয়া লক্ষ্য করতেন। সুতরাং তিনি ফজর উদয় নিকটবর্তী লক্ষ্য করলে তিনি নেমে ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিআল্লাহু আনহুকে খবর দিতেন।তিনি ওযু ইত্যাদি করে প্রস্তুতি নিতেন। অতঃপর (নির্দিষ্ট উঁচু জায়গায়) চড়ে আযান দিতে শুরু করতেন।"

হাদিস নম্বর-৭

মুসলিম শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-২৪১৪ এবং ২৪১৫ -এর মধ্যে হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ-

৪৬

عن سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَهُوَ يَخْطُبُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَغُرَّنَّكُمْ

نِدَاءُ بِلاَلٍ وَلاَ هٰذَا الْبَيَاضُ حَتّٰى يَبْدُوَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حَتّٰى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ.

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ- বিলাল (রাঃ) এর আযান এবং এ শুভ্র রেখা অর্থাৎ সুবহে কাযিব যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে যতক্ষণ পর্যন্ত না সুবহে সাদিক সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হয়।

পবিত্র হাদিস শরীফ থেকেও প্রমান হয়ে গেল যে, সাহরী সুবহে সাদিক পর্যন্ত খাওয়া যাবে। এখন যদি কোনো নামধারী মোল্লা-মৌলবী সুবহে সাদিকের ১ ঘন্টা পূর্বে অর্থাৎ সুবহে কাযিবের সময়কেই সাহরী খাওয়ার শেষ সময় বলে। তাহলে আমরা কি এই নামধারী মোল্লা -মৌলবীর কথা মানব না কোরআন-হাদিসের দলিল মানব। আমার ইসলাম দরদি ভাই এবং বন্ধুরা নিজেরাই একটু ভাবুন।

অধ্যায়-৯

ফিকহে সাহরীর সময়

এতক্ষণ পবিত্র কোরআন এবং হাদীস শরীফ থেকে দলীল দেয়া হয়েছে। এবার ফিকহের অর্থাৎ ফতোয়ার কিতাব গুলোর আলোকে দেখা যাক, সাহরীর শেষ সময় কখন হয়।

১/ শরহে বেকায়া প্রথম খন্ড, ৫৭১ পৃষ্ঠা, কিতাবুস সিয়াম অধ্যায়ে এসেছেঃ-

هُوَ تَرْكُ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْوَطْيِ مِنَ الصُّبْحِ اِلَى الْغُرُوْبِ مَعَ النِّيَّةِ

অর্থাৎঃ-(শরীয়তের পরিভাষায়) রোযা বলা হয় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে খাওয়া, পান করা ও সহবাস করা থেকে বিরত থাকা।

২/ আল হিদায়া প্রথম খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা, কিতাবুস সিয়াম অধ্যায়ে এসেছেঃ-

রোজার সময় হলো ফজরে ছানী (সুবহে সাদিক) উদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৩/ ফতোয়ায়ে আলমগীরী প্রথম খন্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা, কিতাবুস সিয়াম অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছেঃ-

রোযার সংজ্ঞা হল, সওয়াবের নিয়াতে উপযুক্ত ব্যক্তি সুবহে সাদিক হতে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা।

৪/ আশরাফুল হিদায়া দ্বিতীয় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ রয়েছেঃ-

রোযার মধ্যে শরয়ী দিন উদ্দেশ্য, পরিভাষিক দিন নয়। শরয়ী দিন হলো- সুবহে সাদিক থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। আর পরিভাষিক দিন হলো- সূর্য উদিত হওয়া থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত।

৫/ আল-ফিকহুল মুয়াসসার কিতাবের ২০৫ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

শরীয়তের পরিভাষায়, সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে (পানাহার

ও স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি) রোযা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়।

৬/ মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ প্রথম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছেঃ-

ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফিঈ ও আহমাদ ইবনে হাম্বলসহ জমহুর আলেমদের মতে, সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার মুহূর্তই হচ্ছে পানাহার হারাম হওয়ার এবং রোযা শুরু হওয়ার সময়।

৭/ কানযুদ দাকায়িদ[১] কিতাবের ২৬৮ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

রোযা হল সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে ব্যাক্তি নিয়্যাতের আহাল তার নিয়্যাতসহ পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বিরত থাকা।

৮/ চতুর্থ (৪) শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আবুল হাসান আহমদ বাগদাদী আল কুদূরী (রঃ) "আল মিসবাহুন নুরী শরহে মুখতাসারুল কুদূরী"[২] কিতাবের ১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখছেনঃ-

রোযার সময় হল সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

৯/ জান্নাতী জেওর দ্বিতীয় খন্ড, ১৭১ পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ রয়েছেঃ-

মাসয়ালাঃ- শরীয়তে রোযার অর্থ- আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের নিয়তে সুবহে সাদিক হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য ডুবিয়া যাওয়া পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস করা হইতে নিজেকে বিরত রাখা।

১০/ আওনুল মাহমুদ শরহে আবু দাউদ ৫১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ-

মুয়াজ্জিন যদি আযান দিয়েই দেয় কিন্তু নিজের বিশ্বাস না হয় সুবহে সাদিক হয়েছে বলে, তাহলে পানাহার করা বন্ধ করবে না।

১১/ দরসে তিরমিজি দ্বিতীয় খন্ড, ৬৩৮ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেছেন- আলেমদের মতে এর উপর আমল অব্যাহত যে, রোযাদারের জন্য খানাপিনা ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রস্থে লাল ফজর অর্থাৎ সুবহে সাদিক

---

১) এই হানাফী ফিকাহের কিতাবটি ছয়শত হিজরীতে ইমাম নাসাফী (রঃ) লিখেন।

২)এই কিতাবটি চতুর্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আবুল হাসান আহমদ আল বাগদাদী আল কুদূরী (রঃ) লিখেছেন। তিনার জন্ম-৩৬২ হিজরী এবং মৃত্যু-৪২৮ হিজরী (কারো মতে ৩৯৮ হিঃ)।

প্রস্থে লাল ফজর অর্থাৎ সুবহে সাদিক

১২/ ভারত বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব "বাহারে শরীয়ত" পঞ্চম খন্ড, ১২৫ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

শরিয়তের পরিভাষায় ইবাদতের নিয়তে মুসলমান সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার স্ত্রী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম রোযা।

১৩/ আনওয়ারে শরীয়ত ৭৫ ও ৭৬ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ-

সুবহে সাদিক হইতে সূর্য অস্ত পর্যন্ত নিয়তের সহিত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস হইতে বিরত থাকার নাম রোযা।

১৪/ "কানুনে শরীয়ত" প্রথম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা এবং "সুন্নী তোহফা" ১১০ পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ রয়েছেঃ-

শরীয়তের পরিভাষায় রোযার হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা ইবাদতের নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

——ফিকাহের থেকেও প্রমান হয়ে গেল যে, সুবহে সাদিকের পর থেকেই রোজার সময় আরম্ভ হয় এবং সাহরী খাওয়ার শেষ সময়।

***নিজের ঈমান ও আকিদাকে রক্ষা করার জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখুন এবং কিতাবাদি পড়ুন।

অধ্যায়-১০

বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া

পবিত্র মাহে রমজান আসলেই দেওবন্দী, ওয়াহাবী, লা-মাজহাবীরা ফজরের আযান সুবহে সাদিকের ১ ঘন্টা পূর্বেই দিয়ে দেয়। ইদানিং আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কিছু মসজিদ গুলোতেও এই একই অবস্থা দেখা যাচ্ছে। আমার বুঝে আসেনা, তিনারা জেনে-বুঝে করছে না বাতিল ফিরকাদের খপ্পরে পড়ে করছে।

মাহে রমজানে ফজরের আযান সুবহে সাদিকের ১ ঘন্টা পূর্বে দেয়া নিয়ে শেখ মনির উদ্দিন আহমেদ সাহেব উরার ভূঁই গ্রামের মসজিদের ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যেঃ- আপনারা যে সুবহে সাদিকের ১ ঘন্টা পূর্বে সাহরীর সময় শেষ এবং আযান দিয়ে থাকেন। এটা আপনারা কোথায় পেলেন, পবিত্র কুরআন-হাদীস এবং ইজমা-ক্বিয়াসে কি এর কোন দলিল আছে?সেই ইমাম সাহেব এর জবাবে বলেছিলেন - আমাদেরকে গুয়াহাটি থেকে চার্ট বানিয়ে দেওয়া হয়, আমরা সেই হিসাবেই আযান দিয়ে থাকি। এরপর মনির উদ্দিন আহমেদ সাহেব বলেছিলেন যে- গুয়াহাটিতে কি ফেরেশতারা চার্ট বানায় নাকি?যে তারা পবিত্র কুরআন-হাদীস এবং ইজমা-ক্বিয়াসের বিপরীতে লোকদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্য সুবহে সাদিকের ১ ঘন্টা পূর্বে সাহরীর সময় শেষ এবং আযান দেওয়ার চার্ট বানিয়ে দেয়। তারপর মসজিদের ইমাম সাহেব এর কোন জবাব দিতে পারেনি। আর এর জবাব কোথা থেকে দেবে, এটাতো নিতান্তই ভুল কাজ। আর তারা শুধুমাত্র রমজান মাসেই সুবহে সাদিকের ১ ঘন্টা পূর্বে আযান দেয়, কিন্তু ঈদুল ফিত্‌রের দিনই সঠিক সময় অর্থাৎ সুবহে সাদিকের সময়েই আযান দেয়।

পবিত্র মাহে রমজানে সুবহে সাদিকের পূর্বে (আগে) আযান দেওয়ার ফলে সাধারণ মুসলমানরা বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার মধ্যে নিম্নে কয়েকটি সমস্যার কথা তুলে ধরা হলোঃ-

১) বহু অসুস্থ লোক পবিত্র মাহে রমজানের মোহাব্বত সাড়তে না পেরে রোযা রাখে। কিন্তু সুবহে সাদিকের বহুপূর্বে আযান দেওয়ার কারনে তিনাদের বহু কষ্ট হয়। কারণ অসুস্থ লোকের ঘুম বেশি হওয়ার কারণে তিনাদের ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়, যার ফলে তিনারা ঠিকমতো খাবার খেতে পারে না। তার কারণে তিনাদের রোযা রাখতে বহু কষ্ট হয় এবং বহু অসুস্থ লোক রোযা ভেঙ্গেও ফেলে।

২) পবিত্র মাহে রমজানে সুবহে সাদিকের পূর্বে সাহরীর সময় শেষ এবং আযান দেওয়ার ফলে মানুষের ঘুমের ক্ষতি হয়। কারণ এরা তো রাত্রির ৩ টার সময় আযান দিয়ে থাকে। যদি ৩ টার সময় আযান দেয় তাহলে সাহরী তৈয়ার করার জন্য ১ টার সময় গুম থেকে উঠতে হবে। কিন্তু তারাবিহের নামাজ পড়ে একটু আল্লাহর জিকির করতে না করতেই ১০.৩০ (সাড়ে দশ) - ১১ (এগারো) টা বেজে যায়। কিন্তু যদি সুবহে সাদিকের সময় আযান দেয় তাহলে দুটোর সময় উঠে সাহরী তৈয়ার করে ভালোভাবে সাহরী খেতে পারবে। এতে ঘুমেরো বেশি ক্ষতি হবে না।

৩) কোন দিন যদি খাবার তৈয়ার করতে দেরি হয় অথবা খাবার তৈয়ার করতে করতেই সুবহে সাদিকের পূর্বে তারা যে আযান দেয়, সেই আযান শোনা যায় তার ফলে বহু অজ্ঞ লোক সাহরী না খেয়ে রোজা ত্যাগ করে।

৪) মাহে রমজানের সুবহে সাদিকের পূর্বে আযান দেওয়ার ফলে বহু লোক ফজরের ওয়াক্ত বা সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বেই ফজরের নামাজ পড়ে নেয়। কিন্তু তাদের নামাজ যে হয়না সেটা আগেই একটি অধ্যায় তুলে ধরে প্রমাণ করা হয়েছে।

৫) হানাফী মাযহাব মতে, ফজরের নামাজ ফর্সা বা আলোকিত অবস্থায় পড়া মুস্তাহাব। এই মাসআলাটি কম-বেশি সকলেই আলেমদের মুখে শুনেছেন। যার ফলে ফজরের নামাজ

ফর্সা হওয়ার পরেই বহু লোক পড়ে থাকেন। কিন্তু মাহে রমজানে সুবহে সাদিকের পূর্বে আযান দেওয়ার ফলে বহু লোক ফর্সা হওয়ার ইন্তেজার (অপেক্ষা) করতে করতে বিছা- নায় একটু মাথা দেয়। তারপর তার ঘুম এসে যায়। এর ফলে সেই দিন তার আর ফজরের নামাজ পড়াই হলো না। ইত্যাদি আরো বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়।

এবার দেখুন বিলম্ব করে অর্থাৎ সুবহে সাদিকের নিকটবর্তী সময়ে সাহরী খাওয়ার দলিলঃ-

বিলম্ব করে অর্থাৎ সুবহে সাদিকের নিকটবর্তী সময়ে সাহরী খাওয়া, কোন কোন ইমাম বলেছেন এটা সুন্নাত। আবার কোন কোন ইমাম এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। কিন্তু আমি হাদীস শরীফের মধ্যে যে দলিলগুলো পেয়েছি তার মতে অর্থাৎ আমার মতেও বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া সুন্নাত। তবে সুবহে সাদিক হওয়ার যাতে সন্দেহ না হয়।

হাদিস-১

ইবনে মাজার শরীফ দ্বিতীয় খন্ড, باب ماجاء فى تاخير السحور (বিলম্বে সাহরী খাওয়া প্রসঙ্গে) অনুচ্ছেদের হাদিস নং-১৬৯৪, তিরমিজি শরিফ দ্বিতীয় খন্ড, باب ماجاء فى تاخير السحور (বিলম্বে সাহরী খাওয়া প্রসঙ্গে) অনুচ্ছেদের হাদিস নং-৭০৩, বুখারী শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-১৭৯৯, রিয়াদুস স্বা-লিহীন হাদিস নং-১২৩৮, মুসলিম শরীফ তৃতীয় খন্ড, باب فضل السحور و تكد استحبابة و استحباب تاخيرم و تعجيل الفطر (সাহরীর ফজিলত, সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব) সাহরী বিলম্বে খাওয়া এবং ইফতার তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব) অনুচ্ছেদের হাদিস নং-২৪১৯ -এ সহীহ সনদে যায়েদ ইবনে সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ-

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قُمْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِيْنَ اٰيَةً –

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ- আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাহরী খেতাম, এরপর নামাজে দাঁড়াতাম। (রাবী বলেন) আমি

জিজ্ঞাসা করলামঃ- সাহরী ও নামাজের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান থাকত ? তিনি (যায়েদ ইবনে সাবিত) বলেনঃ- পঞ্চাশ আয়াত তেলাওয়াত করার সময় পরিমাণ।

(হাদীসের ভাষা ইবনে মাজাহ কর্তৃক বর্ণিত)

এই হাদিসটি 'আলফিয়্যাতুল হাদিস' কিতাবের ৫৬১ নম্বর হাদীসের মধ্যেও রয়েছে। তবে মুসলিম ও তিরমিজী শরীফে- "সাহরী খাওয়া শেষ করেই আমরা নামাজে দাড়ালাম।" – কথাটি বেশি রয়েছে। এই হাদীসটিকে ইমাম তিরমিজি (রঃ) হাসান ও সহীহ বলেছেন।

—এ থেকে প্রমাণ হয় যে, সুবহে সাদিকের কিছু মুহুর্ত আগে পর্যন্ত আমার রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুগণ সাহরী খেয়েছেন। আর এটাই সুন্নাত। হাদীসে বলা হয়েছে-"আযান ও সাহরীর মাঝে পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সময় পরিমাণ ব্যবধান ছিল।" –পঞ্চাশ আয়াত পড়তে কি ১ ঘন্টা সময় লাগে ?

কখনও নয়। পঞ্চাশটি আয়াত পড়তে খুব বেশি ৫ থেকে ৭ মিনিট সময় লাগে। তাহলে কেমন করে তারা সুবহে সাদিকের ১ ঘন্টা পূর্বে সাহরী খাওয়া বন্ধ করতে বলে এবং ফজরের আযান দেয়।

হাদিস-২

বুখারী শরীফ তৃতীয় খন্ড, হাদিস নং-১৭৯৮ -এ উল্লেখ রয়েছেঃ-

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَتَسَحَّرُ فِىْ اَهْلِىْ ثُمَّ تَكُوْنُ سُرْعَتِىْ اَنْ

اُدْرِكَ السُّجُوْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ .

হযরত মুহাম্মদ ইবনে উবায়দুল্লাহ(রঃ).....সাহল ইবনে সা'দ(রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পরিবার - পরিজনের মধ্যে সাহরী খেতাম। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজে শরীক হওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করতাম।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহরী খেয়ে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ আদায় করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি করতেন, এর অর্থ হলঃ- সুবহে সাদিকের নিকটবর্তী সময়ে তিনি সাহরী খেতেন এবং যখন সুবহে সাদিকের সময় ফজরের আযান হতো তখন তিনি রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামাজ আদায় করার জন্য খুব তাড়াহুড়ো (তাড়াতাড়ি) করতেন।

এ থেকেও বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া সাব্যস্ত হয়।

হাদিস-৩

আলফিয়্যাতুল হাদিস, হাদীস নং-৫৫৯ এবং তাফসীরে ইবনে কাসীরের ৫১৯ পৃষ্ঠায় 'মুসনাদে আহমাদ' -এর থেকে একটি হাদীস নকল করা হয়েছেঃ-

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْاِ فْطَارَ وَاَخَّرُوا السَّحُوْرَ -

হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ- যে পর্যন্ত আমার উম্মত ইফতারে তাড়াতাড়ি এবং সাহরীতে বিলম্ব করবে সে পর্যন্ত তারা মঙ্গলে থাকবে।

——এ হাদিস থেকে একেবারে সুস্পষ্ট হয় যে, সাহরী বিলম্বে খাওয়াই সুন্নাত। এক মর্মে এটা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ। আর উসূলে হাদীস মোতাবেক – ফেলী এবং কওলী (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেছেন এবং যে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন) এর মধ্যে যদি দন্দ লেগে যায় অর্থাৎ যে কাজ রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন এবং একই কাজ করার নির্দেশ অন্যভাবে দিয়েছেন। এই দুটোর মধ্যে নির্দেশ অর্থাৎ কওলী হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হয়। আর বিলম্ব করে সাহরী খাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফেলী এবং কওলী -এই দুই ধরনের হাদীসই বিদ্যমান রয়েছে। আর এটাই হলো সুন্নাত।

হাদিস-৪

বাহারে শরীয়ত পঞ্চম খন্ড, সাহরী ও ইফতারের বর্ণনা, হাদিস নম্বর ১৪ -এর মধ্যে ইমাম তিরবানী (রঃ) এর 'আওসাত' কিতাবের থেকে হাদিস নকল করেছেনঃ-

"ইমাম তিরবানী (রঃ) 'আওসাতে' হজরত ইয়ালা বিন মাররা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনটি জিনিষ আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন--শীঘ্র ইফতার করা, দেরীতে সাহরী খাওয়া এবং নামাজে হাতের উপর হাত রাখা।"

—-এই হাদিস গুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিলম্ব করে সাহরী খাওয়া সুন্নাত। আর এটাকে আল্লাহ তাআলাও পছন্দ করেন।

এখন সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং তাবেঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি গণের আমলের দিকে এক নজর দেখা যাক।

হাফিজুল হাদীস ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) "তাফসীরে ইবনে কাসীর" -এর ৫২০ পৃষ্ঠায়, সূরা বাকারার ১৮৭ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেনঃ-

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ সাহাবীর বিলম্বে সাহরী খাওয়া এবং শেষ পর্যন্ত খেতে থাকা সাব্যস্ত আছে। যেমন - হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত উমার (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত হুযাইফা (রাঃ), হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ), হযরত ইবনে উমর (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত যায়েদ বিন সাবিত(রাঃ) ইত্যাদি।"

ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) "তাফসীরে ইবনে কাসির" -এর উক্ত পৃষ্ঠায় আরো বলেনঃ-

"তাবেঈদেরও একটি বিরাট দল হতে সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার একেবারে নিকটবর্তী সময়েই সাহরী খাওয়া বর্নিত আছে। যেমন - হযরত মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন (রঃ), হযরত আবু মুসলিম (রঃ), হযরত ইব্রাহীম নাখঈ (রঃ), হযরত আবু যুযুহা ও হযরত ওয়াইল (রঃ) প্রভৃতি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর ছাত্রগণ, হযরত আতা (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), হযরত হাকিম বিন উয়াইনা (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত উরওয়া বিন জুবাইর (রঃ), হযরত আবুশ শাশা (রঃ), জাবের বিন জায়েদ (রঃ), হযরত আ'মাশা (রঃ) এবং হযরত জাবের বিন রুশদেরও (রঃ) এটাই মাযহাব। আল্লাহ তা'আলা এদের সবারই উপর শান্তি বর্ষণ করুন।"

——বিলম্ব করে অর্থাৎ সুবহে সাদিকের নিকটবর্তী সময়ে সাহরী খাওয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত, সাহাবী রদিয়াল্লাহু আনহুগণের সুন্নাত এবং তাবেঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহিগণের সুন্নাত। এখন আমাদের কি করা উচিত? পাঠকগণ নিজেরাই চিন্তা করুন...!!!

এবার দেখুন ইমাম ও মুজতাহিদগণের উক্তি থেকে বিলম্বে সাহরী খাওয়াঃ-

১)পৃথিবী বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব "ফতোয়ায়ে আলমগীরী" প্রথম খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব। সাহরীর সময় হল রাতের শেষ অংশ। ফকিহ আবুল লায়ছ (রঃ) বলেন, সাহরীর সময় হল রাতের শেষ ষষ্ঠাংশ (রাতের ছয় ভাগের শেষ ভাগ) । বিলম্বে সাহরী খাওয়া মুস্তাহাব। সন্দেহের সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা মাকরুহ।"

—রাতের শেষ ষষ্ঠাংশ মানে সম্পূর্ণ রাত্রিকে ৬ ভাগে ভাগ করে শেষ ভাগ অর্থাৎ সম্পূর্ণ

রাত যদি ১২ ঘন্টার হয় তাহলে শেষের ২ ঘন্টাই হল সাহরী খাওয়ার সময়। যেটা "ফতোয়ায়ে আলমগীরী" থেকে প্রমাণিত হয়।

২) "আল-ফিকহুল মুয়াসসার" কিতাবের ২২১ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"রোযাদারের জন্য মুস্তাহাব হলো- বিলম্বে সাহরী খাওয়া।"

৩) "তাফসীরে ইবনে কাসীর" ৫১৯ পৃষ্ঠায় ইমাম ইবনে কাসীর (রঃ) বলেনঃ-

"সাহরী বিলম্বে খাওয়া উচিত, যেন সাহরী খাওয়ার ক্ষণেক পরেই সুবহে সাদিক হযে যায়।"

৪) "দরসে তিরমিজি শরহে তিরমিজি" দ্বিতীয় খন্ড, ৬৩৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ-

"ইমাম তিরমিজি (রঃ) বলেছেন- ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাক (রঃ) এ মতই তারা পোষণ করেন। তারা সাহরী বিলম্ব খাওয়া মুস্তাহাব বলেছেন।"

৫) "কানুনে শরীয়ত" প্রথম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছেঃ-

"সাহরী খাওয়া ও এতে দেরী করা সুন্নাত। কিন্তু সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হওয়ার মত দেরি করা মাকরুহ।"

৬) "এহইয়াউ উলুমিদ্দীন" প্রথম খন্ড, ৪২১ পৃষ্ঠায় হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেনঃ-

"রোযার সুন্নাত হলো- বিলম্বে সাহরী খাওয়া।"

—এ থেকে বুঝা যায় যে, বিলম্বে সাহরী খাওয়াই উত্তম ও সুন্নাত।

প্রশ্নঃ- বর্তমানের চার্ট মোতাবেক কি সাহরী খাওয়া বন্ধ করতে হবে?

না কখনও নয়। এ ব্যাপারে "কানুনে শরীয়ত" প্রথম খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠায় এসেছেঃ-

"ইফতার-সাহরীর বেলায় তোপ ও সাইরেন্ট তখনই নির্ভরযোগ্য হবে, যদি কোন পরহিজগার বিজ্ঞ ও নক্ষত্র জ্ঞান বিশারদ আলেমের হুকুমে দেয়া হয়। আজ

-কালকার সাধারণ আলেমগন এ বিষয়ে অজ্ঞ এবং পঞ্জিকাও প্রায় সময় ভুল হয়ে থাকে; এর উপর নির্ভর করা নাজায়েজ। তবে যদি কোন দ্বীনদার ও নক্ষত্র জ্ঞান বিশারদ আলেম কর্তৃক ইফতার-সাহরীর সময়সূচী তৈরী করা হয়, সেটা অনুযায়ী আমল করা যায়।"

ভারতের বিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব "কানুনে শরীয়ত" কিতাবের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিজ্ঞ ও নক্ষত্র বিশারদ আলেম ব্যতিত অন্য কারো তৈরি করা চার্টের উপর নির্ভর করা যাবেনা এবং বর্তমানের পঞ্জিকাগুলোও ভুল থাকে। আর আমাদের এখানেতো একই অবস্থা।

প্রশ্নঃ- সাহরী খাওয়ার শেষ সময় যিহেতু সুবহে সাদিক পর্যন্ত, তাহলে সুবহে সাদিক কয়টার সময় থেকে শুরু হয়?

উত্তরঃ- এর জবাব ভারত বিখ্যাত ফকিহ আল্লামা আব্দুল মোস্তফা আজমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি অতি চমৎকার ভাবে বহু আগেই দিয়েছেন। তিনি "জান্নাতী জেওর" দ্বিতীয় খন্ড, ৭৬ এবং ৭৭ পৃষ্ঠার মধ্যে বলেছেন-

"শীতকালে সূর্য উদয় হইবার প্রায় স্ব-এক ঘন্টা পূর্বে এবং গরমকালে কম বেশি দেড় ঘন্টা পূর্বে সুবহে সাদিক প্রকাশ হইয়া থাকে।"

—শীত (ঠান্ডার) কালে ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট আগে এবং গরমের সময় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট আগে সুবহে সাদিক হয়। অর্থাৎ ঠান্ডার সময় যখন সূর্য (প্রায়) ৬

টা কিংবা ৬:১৫ মিনিটের সময় উদয় হয়, তখন সুবহে সাদিক আরম্ভ হয় (সাহরীর শেষ সময় হয়) ৪ টা ৪৫ মিনিটে কিংবা ৫ টার সময়। এবং গরমের সময় যখন সূর্য (প্রায়) ৫ টা কিংবা ৫:১৫ মিনিটের সময় উদয় হয়, তখন সুবহে সাদিক আরম্ভ হয় (সাহরীর শেষ সময় হয়) ৩ টা ৩০ মিনিটে কিংবা ৩ টা ৪৫ মিনিটে। জায়গা বিশেষে এর চাইতে দু-চার মিনিট কম বেশি হতে পারে। তবে প্রথমে জানতে হবে সেই জায়গায় সূর্য কয়টার সময় উদয় হয়, তাহলেই হবে।

আশা করছি এখন আর বিলম্বে সাহরী কয়টার সময় পর্যন্ত খেতে হবে, তাতে কোনো সমস্যা বা সন্দেহ নেই।

মহান আল্লাহ পাক যেন তার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীলায় সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

আমিন!!!

একটি ঘোষণা

আমি মোহাম্মদ মঈদুল ইসলাম ওরফ গুলাম-ই-আহমদ ও গুলাম-ই-আলা হজরত লিখছিঃ-

"যদি কেও প্রমাণ করতে পারে যে, সুবহে সাদিকের পূর্বে (আগে) ফজরের নামাজের ওয়াক্ত হয়। সেটা পবিত্র মাহে রমজানেই হোক কিংবা অন্য কোনো মাসেই হোক না কেন, যদি কেও প্রমাণ করতে পারে। তাহলে তাকে ৫০০০ (পাচ হাজার) টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।"

মোহাম্মদ মঈদুল ইসলাম

পিতাঃ-শেখ মহিউদ্দিন

গ্রামঃ-উরার ভূঁই

জেলাঃ-দক্ষিণ শালমারা মানকাচর (ধুবুড়ী)

মোবাইল নং-৮০১১১৮৫৩২৪

বর্তমান যুগে ঈমান, আকিদা ও আমলকে মজবুত করার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি অবশ্যই পড়ুনঃ-

১। কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান।

২। কানযুল ঈমান ও নুরুল ইরফান।

৩। জা'আল হক্ব।

৪। বাহারে শরীয়ত।

৫। কানুনে শরীয়ত।

৬। ফায়যানে সুন্নাত।

৭। শানে হাবিবুর রহমান।

৮। হুসামুল হারামাইন।

৯। আস-সাওয়ারিমুল হিন্দিয়া।

১০। সহী হাদিসের আলোকে কদম চুম্বন জায়েয কিনা।

১১। ইরফানে শরীয়ত।

১২। অভিশপ্ত মাযহাব বা ওহাবী ফিৎনা।

১৩। তাবলিগী দেওবন্দী পরিচয়।

১৪। তাবলিগ জামাতের অবদান।

১৫। রেজবী ক্বেয়াম।

১৬। ফতোয়ায়ে ছালাছা।

১৭। ইকামতে দাঁড়ানোর সঠিক নিয়ম।

১৮। ফায়সালায়ে পাঞ্জ মাসয়ালা।
